ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-197 ■ 26 April, 2025 ■ আগরতলা ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ১২ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পহেলগাম হামলার সঙ্গে যোগ ! কাশ্মীরে দুই জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান মুখ্যমন্ত্রীদের বার্তা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের দেওয়া ভিসা বাতিল করার একদিন পরই, বড়সড় সিদ্ধান্ত নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি শুক্রবার দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং নিজ নিজ রাজ্যে থাকা সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিকদের শনাক্ত করতে বলেছেন।

সূত্রের খবর, অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রীদের তাঁদের দ্রুত পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে সিন্ধু জল চুক্তি সম্পর্কিত একটি বৈঠকও করবেন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল এবং উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তারা এতে যোগ দেবেন। সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে।

এদিকে, পহেলগাম হামলার সঙ্গে যোগ থাকার সন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীরের দুই সন্ত্রাসবাদীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে ও অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় দুই সন্ত্রাসীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

জম্মু ও কাশ্মীরের ত্রালে লস্কর-ই-তৈবার সন্ত্রাসী আসিফ শেখের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আসিফ শেখ পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলমান সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় লস্কর জঙ্গি আদিল হুসেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ও পাকিস্তানের কাছে সংযম রাখার অনুরোধ রাষ্ট্রসঙ্ঘের

নয়াদিল্লি ও নিউইয়র্ক, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। *জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে নেমেছে। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ। এমতাবস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের কাছে সংযম রাখার অনুরোধ রাখল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তান এবং ভারত উভয় সরকারকে সর্বোচ্চ সংযম রাখার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।'*

মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

দুই দিন আগে, ২২ তারিখ জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দায় আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলাম, যেখানে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

তবে আমরা পাকিস্তান এবং ভারত উভয় সরকারকেই সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য এবং পরিস্থিতি এবং আমরা যে উন্নয়ন দেখেছি তা যাতে আরও খারাপ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।'

ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা পাকিস্তানের যোগ্য জবাব দিল ভারত

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল পাকিস্তান সেনা। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতও। এখনও পর্যন্ত ভারতের দিকে হতাহতের কোনও খবর নেই। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরেই দুই দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে নেমেছে। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ।

এই আবহে পাকিস্তানের দিকে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির খবর আসছে। প্রস্তুত রয়েছে ভারতও। তার মধ্যেই ঘটল এই ঘটনা। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কিছু স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছোট অস্ত্রের মাধ্যমে গুলিবর্ষণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পহেলগাম হামলার নিন্দা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। পহেলগাম হামলার তীব্র নিন্দা করলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাদের তরফে শুক্রবার একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিল জঙ্গি হানায় হত্যার ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, উপত্যকায় ছুটি কাটাতে আসা নিরস্ত্র এবং নিরপরাধ নাগরিকদের উপর নৃশংস হামলার নিন্দা জানায় কমিশন। নিরীহ এইসব মানুষ ও তাঁদের পরিবারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর বিষয় প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। বিভিন্ন ফোরামে বারবার বলা হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম বড় কারণ। সময় এসেছে যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে কংগ্রেসের মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ শহরের রাজপথে মৌন মিছিল করল সদর জেলা কংগ্রেস। এই মিছিলে কংগ্রেস কর্মীরা নিরবতা পালন করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের এক কর্মী জানান, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে এক নিষ্ঠুর জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক প্রাণ হারিয়েছেন। "এই ঘটনা শুধু পহেলগাঁও নয়, গোটা দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহরে মৌন মিছিল করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে," বলেন তিনি।

এদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, "গোটা দেশ যখন শোকাহত, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অমানবিক।" তিনি আরও জানান, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে এই ঘটনায় সরকারকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদের অবস্থান নিয়ে তথ্য দিতে পুলিশ সুপারদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন পাকিস্তানি নাগরিক অবস্থান করছেন কিনা সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা রাজ্যের প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি জেলা শাসকদেরও এবিষয়ে নিয়মিত নজরদারী রাখতে এবং দ্রুত প্রশাসনের গোচরে আনতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সচিবালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের ৮ জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারসহ পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয়জল, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থা ও জনগণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন ঝড় বৃষ্টির আগেই বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে যথাসম্ভব আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

কোথাও কোন ঘাটতি থাকলে তা দ্রুত নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিভিন্ন দপ্তরের রূপায়িত প্রকল্পগুলির সাইনবোর্ড সংস্কারের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের নির্দেশ দেন। সাইবার অপরাধ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নিয়মিতভাবে সাইবার অপরাধের ধরণ নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করার পরামর্শ দেন। বৈঠকে প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারগণ সংশ্লিষ্ট জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সমস্যার নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন।

রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত আজকের এই বৈঠকে প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক আর কে শ্যামাল, আইন সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব অপূর্ব রায়, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, শ্রম দপ্তরের সচিব তরুণকান্তি দেবনাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সমিত রায় চৌধুরী সহ বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে ঃ রাহুল গান্ধী

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে পৌঁছন। তিনি এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেন। পহেলগাম জঙ্গি হামলায় আহতদের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীনগরের হাসপাতালে যান তিনি। রাহুল গান্ধী এদিন পহেলগামে জঙ্গি হামলা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি ভয়ানক ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। তিনি এও বলেন, আমি সার্বিক পরিস্থিতি জানতে এবং সাহায্য করতে এখানে এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ এই ভয়াবহ হামলার নিন্দা করেছে এবং তারা দেশের পাশে আছে। আমি আহতদের একজনের সাথে দেখা করেছি। যাঁরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার সমবেদনা। আমি সবাইকে বলতে চাই গোটা দেশ তাঁদের পাশে আছে।

গতকাল আমরা সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং সমগ্র বিরোধী দল এই হামলার নিন্দা করেছে। পাশাপাশি সরকারের যেকোনও পদক্ষেপে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। যা কিছু হয়েছে তার পেছনে সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসকে পরাজিত করতে হবে। সর্বদা সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে লড়তে হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি। আমি তাঁদের উভয়কে আশ্বস্ত করেছি যে আমি এবং আমাদের দল তাঁদের পূর্ণ সমর্থন করব।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। দেশজুড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি, তিপ্রা মথা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে একটা সময়োপযোগী সভায় মিলিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান তথা মহারাজ প্রদ্যুত কিশোর মানিক্য দেববর্মা, ইন্ডেজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (আইপিএফটি) এর রাজ্য সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে রেগা মজুরি ও রেশন দাবিতে কর্মসূচি উচ্ছ্বসিত বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৩৪০ টাকা মজুরি, অতিসত্বর বকেয়া মজুরি প্রদান ও রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে নিয়মিত প্রদানের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আজ সিপিআইএমের উদ্যোগে বিশাল মিছিল, গণঅবস্থান ও ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়।

এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা ও সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যবাসী যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছে, তাতে আমরা অভিভূত। এই আন্দোলন আমাদের দাবি আদায়ের পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।'

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করলেও ত্রিপুরার জনগণ সেই সুবিধা পাচ্ছেন না। রাজ্যের শাসক দল সবসময় সাধারণ মানুষের আওয়াজ দমন করতে চায়। তাদের বদান্যতার কারণে বিভিন্ন পরিষেবায় ঘাটতি তৈরি হয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা জানান, আজ সিপিআইএম-এর উত্তর ত্রিপুরা জেলা দপ্তর, ধর্মনগর মহকুমা দপ্তর এবং আগরতলার ডুকলি ব্লকে বিজেপি সমর্থকদের দ্বারা হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। তিনি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের দায়িত্বের প্রশ্ন তোলেন।

তিনি বলেন, 'শাসক দলের কিছু সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক মাধ্যমে উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। এর ফলে রাজ্যে যে কোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

পেহেলগাওয়ে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই ঘটনা সরকারের ব্যর্থতা। এই মুহূর্তে কাদা ছোড়াছুড়ির সময় নয়। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিশ্লেষণ করার সময় পরে পাওয়া যাবে, এখন প্রয়োজন ঐক্য ও প্রতিরোধ।' সাংবাদিক সম্মেলনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় রিকশায় বাংলাদেশের পতাকা ! জয়নগরে দুই যুবক আটক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। আগরতলার জয়নগর নবোদয় সংঘ এলাকায় রিকশার গায়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আঁকার ঘটনাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র জনমত ও উত্তেজনা। আজ ওই এলাকায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি রিকশার সামনের অংশে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা দেখে তাৎক্ষণিক ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পরবর্তী সময়ে আটক দুজনকে স্থানীয় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতরা ভারতীয় নাগরিক। তবে তারা কেন ও কী উদ্দেশ্যে রিকশায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আঁকলেন, সে বিষয়ে কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘন, বাঁধ নির্মাণে জলমগ্নতার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ এপ্রিল।। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বিলোনিয়া বল্লামুখা এলাকার সীমান্ত সংরক্ষিত ভূমি তথা "নো ম্যানস ল্যান্ড"-এ এক থেকে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নির্মাণকাজের ফলে মুহুরি নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর ও ঈশান চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা বর্ষার সময় জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন।

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বল্লামুখা সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিষ সাহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৬ এপ্রিল, ২০২৫ইং
১২ বৈশাখ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাওয়ে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকেই সারা দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সবকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়া স্থানীয় জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়া পর্য্যালোচনা বৈঠক করিতে। কোন রাজ্যেই সীমান্ত দিয়া যাহাতে কোন ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিতে না পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছে। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে দেশের সরকার কোন ধরনের ঘাটতি রাখিতে চাইতেছে না।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণেই রহিয়াছে বলিয়া দাবি করা হইতেছে।পূর্বতন ইউ পি এ সরকারের আমলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাওবাদী
হিংসা-নাশকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া
হইত। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইউ পি এ সরকারের মত মাওবাদী হিংসা-সশস্ত্র নাশকতাকেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু মোদী আমলে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে। শুধু সীমান্তপার সন্ত্রাসই নয়, দেশের অভ্যন্তরেও ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলিকেও মোদী সরকারের নিশানায় চলিয়া আসে।দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তা অজিত ডোভাল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় ক্ষেত্রে মাওবাদীর পাশে ইসলামিক জঙ্গি-চরমপন্থী সংগঠনগুলির ভূমিকা নিবিড় ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। তাহার পরামর্শেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি আই বি, ”র”, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাওবাদী ও ইসলামিক টেরর সেলের পাশে কেন্দ্রীয় আধা সেনার সমন্বয় এখন জোরালো হইয়াছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের সাফল্যও জোরদার
হইয়াছে।কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিবৃতির পর সীমান্তপার সন্ত্রাস তো বটেই কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ইসলামিক টেররের রমরমা যে কমিয়াছে তাহা একান্তে কবুল করেন বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরাও। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই বি প্রতিবেদন যাহা মাওবাদী হিংসা-নাশকতা থেকে প্রায় পুরোপুরি যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার মত রাজ্য। একমাত্র এখনও ছত্তিশগড়েই মাওবাদীদের স্ট্রাইকিং ক্ষমতা রহিয়াছে, যদিও অতীতের তুলনায় অনেক কম।ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাওবাদী) দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের অনেকেই নিহত, অনেকেই জেলবন্দি। তাহাদের সহানুভূতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবিরাও এখন যথেষ্টকোণঠাসা। মোদী সরকার ও মাওবাদী প্রভাবিত রাজ্যগুলির প্রশাসন এখনও চাইছেন সশস্ত্র মাওবাদীরা আত্মসমর্পন করিয়া দেশের মূল গণতান্ত্রিক ধারায় যোগ দিল। মোদীর ১১ বছরে মাওবাদীদের আরও বিচ্ছিন্ন কোণঠাসা করিতে সমর্থ হইয়াছে প্রশাসন। তাই মাওবাদীদেরই একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরুতে আগ্রহী বলিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিতে পারিয়াছে।এই নিয়া অজিত ডোভাল বিস্তারিত কর্মসূচী ও তাহার অভিমুখ কি হওয়া উচিৎ তাহা নিয়া বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।অন্যদিকে পাকিস্থান-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়া মুসলিম জঙ্গি সংগঠনের ভারতে ঢুকিয়া হিংসা-সন্ত্রাস-নাশকতা চালানো বন্ধেও কেন্দ্র বড় পরিকল্পনা করিতেছে। দেশের অভ্যন্তে মাওবাদী-ইসলামিক চরমপন্থী গোষ্ঠীর ঐক্যের চেষ্টা নিয়াও সতর্ক নজরদারি চালাইতেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে সপ্তাহে দু”বার মন্ত্রীর পর্যালোচনা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টায় সপ্তাহে দু”বার পর্য্যালোচনা বৈঠকে বসছেন। তাতে নিয়মিত থাকছেন বিদ্যুৎ সচিব ও বিদ্যুৎ দফতরের শীর্ষ কিছু আধিকারিক।

শুক্রবার দফতর সূত্রে জানা যায়, গ্রীষ্মের শুরুতেই পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের চাহিদা দশ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। ২৪ এপ্রিল রাত্রি ১১ টায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অধীন অঞ্চলে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১০,০৯০ মেগাওয়াট। গত বছর ১৬ই জুন রাজ্যের বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা উঠেছিল ১০,৫০৭ মেগাওয়াটের। যা ছিল স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বকালীন রেকর্ড। আর এবার এপ্রিলেই তা ১০ হাজার মেগাওয়াট টপকে গিয়েছে।

গতকাল সিইএসসি অঞ্চলে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ২৫০৭ মেগাওয়াট।

পঞ্জাবে কালো কাপড় বেঁধে নামাজ পড়লেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ

চণ্ডীগড়, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ শুক্রবার কালো কাপড় বেঁধে জুম্মার নামাজ পড়লেন। এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন পঞ্জাবের শাহী ইমাম মহল্লা উসমান লুধিয়ানভি।

শুক্রবার শাহী ইমাম বার্তা দিয়ে নামাজের সময় কালো কাপড় বাঁধার আহ্বান জানান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লুধিয়ানার বহু মসজিদে মুসলিমরা প্রতিবাদে অংশ নেন। জানা গিয়েছে, দুই দিন আগেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা মসজিদের বাইরে সন্ত্রাসবাদীদের কুশপুতুল দাহ করেছিলেন এবং পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান তোলেন। পঞ্জাবের মুসলিম সমাজ এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শহিদ পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

“পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামী খেলাফতে পরিণত করেছেন”, মমতাকে কটাক্ষ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): “পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামী খেলাফতে পরিণত করেছেন” বলে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য।

গতকাল আসানসোলে তথাকথিত ওয়াকফ-বিরোধী বিক্ষোভের সময় পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। সেটির ভিডিও যুক্ত করে এক্সবার্তায় অমিতবাবু লিখেছেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে একটি ইসলামী খেলাফতে পরিণত করেছেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র প্রধান স্থপতি হুসেইন সোহরাওয়ার্দীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা অর্জন করেছেন তাতে ঈর্ষান্বিত হবেন।

অবৈধ মদ তৈরির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধোপেরহাট জঙ্গলে অবৈধ দেশি মদ তৈরির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুলিশ। শুক্রবার সকালে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদের ৪ টি ঘাঁটি নষ্ট করে পুলিশ। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে অবৈধ মদ এবং মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গল ঘন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে গোপনে অবৈধ মদের কারবার চলছিল। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে ২৮০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করা হয়েছে এবং আরও ৪০ লিটার তৈরি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চলছে।

বখতিয়ার খিলজি কি ভারতের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছিলেন ?

মির্জা এবি বেগ

দিল্লি সাতবার ধ্বংস হওয়া এবং সাতবার গড়া ওঠার জন্য বিখ্যাত। ভারতের রাজধানীতে এখন প্রায় দুই কোটি মানুষের বসবাস। একদা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত নালন্দার গল্পও প্রায় একই যাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি বলে দাবি করা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত “নালন্দা: হাউ ইট চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড” বইয়ে লেখক ও কবি অভয় কে শুধুমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসই বর্ণনা করেননি, সমগ্র বিশ্বে এটির যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তাও খতিয়ে দেখেছেন। তার মতে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রকে তিনবার ধ্বংস করা হলেও পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র দু’বার। তৃতীয়বার ধ্বংস হওয়ার পর সেটিকে আরও একবার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তবে প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮০০ বছর পর তার পুরানো গৌরব ফিরে নাও পেতে পারে একদা জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসাবে বিবেচিত এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৫-৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি দীর্ঘ সাত শতাব্দী ধরে শিক্ষার পীঠস্থান ছিল। নালন্দার নাম ব্যাখ্যা করে অভয় কে বলেছিলেন, এটি “নালম” (পদ্ম যা জ্ঞানের প্রতীক) এবং “দা” (যার অর্থ দেওয়া)-র সংমিশ্রণ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো জ্ঞানের সম্প্রসারণ। নালন্দার খ্যাতির কথা মাথায় রেখে শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষার্থীই নয়, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, পারস্য, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত এবং তুরস্ক থেকেও মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে অধ্যয়নের জন্য আসতেন।

জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র - বইটির লেখক এবং জর্জিয়ায় ভারতের কূটনীতিক অভয় কে ব্যাখ্যা করেছেন, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে শীর্ষে থাকাকালীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী ছিলেন। তারা শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের বিষয়েই নয়, সেই সময়ে বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়েও অধ্যয়ন করতেন শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষাকেন্দ্রের শীর্ষস্থানে থাকাকালীন বিশ্বের খ্যাতনামা দুই হাজার শিক্ষক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করতেন। তবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো সেটিকে ধ্বংস করার বিষয়টি। ভারতে প্রচলিত ইতিহাসে বলা হয়েছে মোহাম্মদ ঘোরির সেনাপতি মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে ধ্বংস করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি মোহাম্মদ ঘোরির নির্দেশ মেনে বাংলা ও বিহারের উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং তারই আক্রমণে জ্ঞানচর্চার এই প্রাচীন কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে কয়েকজন ঐতিহাসিক এর বিরোধিতা করে এই আখ্যানকে “ঘৃণার উপর ভিত্তি করে তৈরি” এবং “বিভ্রান্তিকর” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সময় এই প্রতিষ্ঠানটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। “নালন্দা: হাউ ইট চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড” বইয়ের লেখক অভয় কে বিবিসিকে বলেন, ‘আক্রমণকারীরা তিনবার নালন্দাকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু তা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল মাত্র দুইবার।’

তিনবার ধ্বংস করা হয় - স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) মিহিরকুলের নেতৃত্বে হুনরা নালন্দাকে প্রথমবার ধ্বংস করে। সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স তখন মাত্র কয়েক দশক। কিন্তু আক্রমণের পর স্কন্দগুপ্তের উত্তরসূরি পুরগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্ত দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। আগের চেয়ে আরও বড় পরিসরে নির্মাণ করা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির দিকেও নজর দেওয়া হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী হতে পারে সে জন্য তারা পর্যাপ্ত সম্পদও প্রদান করেছিলেন।

এর দেড় শতাব্দী পরে আবার দ্বিতীয়বার ধ্বংস করা হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড়দের আক্রমণের ফলে ধবংসের মুখোমুখি হয়েছিল এই সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। পরে হিন্দু রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। সেই সময়, নালন্দাস্থিত ভবনগুলি ও সেখানকার সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আরও উন্নত করেছিলেন তিনি।

কিন্তু প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮০০ বছর পর, এই প্রতিষ্ঠানটি আবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই সময় মাহমুদ গজনির ক্রমাগত আক্রমণের পর মোহাম্মদ ঘোরি ও তার সেনাপতিরা আক্রমণ চালান। এই বিষয়ে অভয় কে বলছেন, ‘এটিকে ধবংসের করায় বখতিয়ার খিলজির সরাসরি হাত রয়েছে বলে মনে হয় না, তবে তার আক্রমণগুলি এই প্রতিষ্ঠানের বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল।’ নালন্দার উপর বই লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভয় কে জানিয়েছেন, তিনি নালন্দার বাসিন্দা। পড়াশোনা করেছেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি জানিয়েছেন, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যাল নয় তলা গ্রন্থাগারটি তাকে নালন্দার বর্ণিত নয় তলা গ্রন্থাগারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমফিল এবং ডক্টরেট করেছেন রুচিকা শর্মা। তিনি তার ভিডিওতে দাবি করেছেন যে নালন্দাকে ধ্বংস করা সম্পর্কে সাধারণত যে তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলি সঠিক নয়।

তার মতে, এটি বখতিয়ার খলজি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি বা তুর্কিরা ওই বিশ্ববিদ্যালয় পুড়িয়ে দেয়নি। এমনও নয় যে সেটি হঠাৎই মাটির নিচে অবলুপ্ত হয়েছে। ড. শর্মা তার বক্তব্যের সমর্থনে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণই দেননি, ইউটিউবে শেয়ার করা একটি ২২ মিনিটের ভিডিওতে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যাও করেছেন। নালন্দার ভাবনা অভয় কুমারের সঙ্গে আমরা যখন নালন্দার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘নালন্দায় প্রথম বিহার (বৌদ্ধ বিহার) খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট অশোক।’ ‘মৌর্য আমলে যখন এই বিহার নির্মাণ করা হয়, তখন সেটিকে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের পাশাপাশি বসবাসও করতে পারবেন।’ অভয় কে’র দৃষ্টিতে, আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রের ভাবনার উৎস এখান থেকে ক্রমে মধ্যপ্রাচ্য, আরব বিশ্ব এবং ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ‘সূত্র অনুলিপি করা এবং বিভিন্ন ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে নালন্দার যে মহান ঐতিহ্য ছিল তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে... পাণ্ডুলিপি লেখা, মানচিত্র তৈরি করা, পুঁথি সংরক্ষণ এবং অনুলিপি প্রচারের ক্ষেত্রেও নালন্দা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।’ নালন্দার পাণ্ডুলিপি রচনা, অনুলিপি করা এবং লিখিত গ্রন্থের সংরক্ষণের এই সংস্কৃতি সারা বিশ্বে মৌখিক মাধ্যমের পরিবর্তে লিখিত মাধ্যম ব্যবহারের ঐতিহ্যের প্রচার ঘটিয়েছিল। অভয় কে জানিয়েছেন, বিশ্বের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ “হীরক সূত্র”, ছিল “প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র”-এর একটি অংশ। এটি পণ্ডিত নাগার্জুন নালন্দায় লিখেছিলেন বলে মনে করা হয়। ধর্ম চক্র যেখানে পবিত্র গ্রন্থগুলি যান্ত্রিকভাবে আবর্তিত হয় সেটির আবিষ্কারও হয়েছিল নালন্দাতেই। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নালন্দা মহাবিহারের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও এর সুনাম কিন্তু অব্যাহত ছিল। অব্যাহত ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মঠ প্রতিষ্ঠার কাজও। এখন নালন্দার বিষয়ে আবার উল্লেখ করা হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তা গতিও পেয়েছে।

তথ্যের সূত্র- অভয় কুমারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যে নালন্দার বিষয়ে তার সমস্ত প্রাথমিক সূত্র কেন বিদেশের। মূলত মধ্যযুগীয় সময়ে ভারত পর্যটনের জন্য আসা ব্যক্তিদের উল্লেখ করা তথ্যকে সূত্র হিসাবে ধরেছেন তিনি। এর জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন, আশ্চর্যজনকভাবে মাত্র কয়েকশত বছরের মধ্যে ভারতে নালন্দার প্রসঙ্গে আলোচনা কেবল হারিয়েই যায়নি, সামগ্রিক স্মৃতি থেকেও সেটি খোয়া গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, সেখানে কোনও ধ্বংসাবশেষ গোচরে আসেনি। তবে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে, বিহারের রাজগীর জেলার মানুষ তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন সেখানে মাটির স্তূপের নিচে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত মূর্তি রয়েছে। এরপর ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন ১৮১১-১২ সালে এই স্থান জরিপ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি নির্ধারণ করতে পারেননি যে এটিই সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ, যার বিষয়ে অনেক মধ্যযুগীয় পর্যটকই নিজেদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করে গিয়েছেন। তবে প্রায় ১০০ বছর পর ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে আলেকজান্ডার কানিংহাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে সেখানে খননকার্য শুরু হয়। মাটির স্তূপের নিচে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের রহস্য উন্মোচন করে জানা যায় ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি সেখানে সমাধিস্থ রয়েছে। অভয় কে জানিয়েছেন যে নালন্দার মতো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হঠাৎ অবলুপ্ত হতে পারে না। এই অবলুপ্তি ঘটেছিল ধীরে ধীরে। রুচিকা শর্মার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নালন্দারও অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। একই সময়ে ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশিলার মতো প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। এই দুটিরই যোগ রয়েছে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। ড. রুচিকা শর্মা বিবিসিকে ফোনে বলছিলেন, একাদশ শতাব্দীর এক পর্যটক লিখেছেন, যে সময় তিনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, সেই সময় তিনি দেখেছেন যে নালন্দা নিজের জৌলুস হারাচ্ছে। পুড়ে যাওয়া বা আগুন লাগার প্রমাণ ড. রুচিকা শর্মার মতে, খননকার্যের সময় উদ্ধার হওয়া অংশের বেশ কয়েকটি ভবন থেকে পুড়ে যাওয়া বা আগুন লাগানোর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে এই আগুন কে লাগিয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। এর নেপথ্যে ব্রাহ্মণরা ছিল নাকি তুর্কি আক্রমণকারীরা না কি দুর্ঘটনাক্রমে আগুন লেগেছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ভবনে বসবাসকারী সন্ন্যাসী বা শিক্ষার্থীরা সেখানে রান্না করতেন। সেখান থেকেও আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে জানা গিয়েছে ভবনগুলির নির্মাণ বিভিন্ন সময়কালে হয়েছিল। একজন পর্যটকের লেখা থেকে জানা গিয়েছে, নালন্দাস্থিত একটি ভবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন বালাদিত্য নামে এক ব্যক্তি। ভারতের সার্বিক স্মৃতি থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিস্মৃত হওয়ার প্রশ্নে ড. শর্মা ব্যাখ্যা করেছেন। তার কথায়, ‘আমরা সম্রাট অশোক সম্পর্কে জানতে পারি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যখন তার শিলালিপিগুলি পাঠ করা সম্ভব হয়।’ তার মতে, নালন্দার ধবংসের নেপথ্যে কোনও একটি কারণ ছিল না। এর অবলুপ্তি ঘটেছে ধীরে ধীরে। কারণ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকরা নিজেরা আরও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। অভয় কুমার জানিয়েছেন খিলজি যুগের পরেও এর অবশিষ্ট বিদ্যমান ছিল এবং সেখানে পঠনপাঠন অব্যাহত ছিল। তিনি বলেন, ভারত ও স্থানীয় মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলেও চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নালন্দার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিব্বতে নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা বর্তমানে তিব্বতি নালন্দা নামে পরিচিত।

তবে অভয় কুমার ও রুচিকা শর্মা দু’জনেই জানিয়েছেন, বখতিয়ার খিলজির সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। ড. শর্মা জানিয়েছেন, যে সূত্র ধরে বখতিয়ার খিলজিকে নালন্দা ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয় তা হলো, মিনহাজ-উল-সিরাজের লেখা তাবাকাত-ই-নাসিরি। মিনহাজ-উ’ল-সিরাজের একজন কাজী ছিলেন। তিনি সুলতান ইলতুতমিসের দরবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুলতান নাসিরের রাজত্বকালে এই বইটি সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং তাকে উপহার দেন। সেই কারণে এর নাম “তাবাকাত-ই-নাসিরি”।

পুনর্নির্মাণ এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মিনহাজ-উল-সিরাজ লিখেছেন যে মোহাম্মদ ঘোরি বিহারের দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় বহু প্রাণহানি ঘটে। আক্রমণের সময় অনেক বই পাওয়া যায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেখানে একটি কলেজ রয়েছে যাকে বিহার বলা হয়। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন। তবে সেখানে নালন্দার কোনও রকম উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে তিনি বিহারটির নাম ওদন্ত বিহার হিসাবে উল্লেখ করেন, যাকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ওদন্তপুরী বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখান থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খিলজি জানতেন না যে এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুর্গ ভেবে সেটি আক্রমণ করেছিলেন তিনি। ঐতিহাসিক ডিআর পাতিল নালন্দা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। সেখানে তিনি ওদন্তপুরীর প্রতিষ্ঠাকে নালন্দার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল বাংলার পাল সাম্রাজ্যের সম্রাট। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অভয় কে, হারুন রশিদ প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাইত-উল-হুকমার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তার মতে, আরব অঞ্চলে মুসলিম শাসন শুরু হলে সেখানে জ্ঞান ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। সেই সময় নালন্দা থেকে পণ্ডিতরা সেখানে গিয়েছিলেন। ক্রমে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভারতীয় গল্পগুলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এর মাধ্যমেই সেগুলি বিশ্বের বাকি অংশে পৌঁছে গিয়েছিল। মি. কুমারের মতে, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে নালন্দা পুনরুদ্ধারের কথা বলা হলেও একবিংশ শতাব্দীতে এই নিয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এ পি জে আব্দুল কালাম এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নেতৃত্বে ২০১৪ সাল এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান এবং জ্ঞানচর্চার যাত্রার কাজ শুরু করলেও একদা যে মর্যাদা নালন্দা অর্জন করেছিল তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রথম সিনেমার জন্য কেন ‘পথের পাঁচালী’কেই বেছে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ

সৌমেন্দ্র গোস্বামী ঢাকা

উমা দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর আবার কথা হচ্ছে ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে। সিনেমায় দুর্গা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উমা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিনেমার নানা দৃশ্য শেয়ার করে শোক প্রকাশ করেছেন মুগ্ধ দর্শকেরা। সব বিচারেই বাংলা চলচ্চিত্রের বাঁক বদলে দিয়েছিল এই সিনেমা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৫ সালে ‘পথের পাঁচালী’ নির্মাণ করেন সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসটি থেকে সিনেমা নির্মাণের কথা কেন ভেবেছিলেন সত্যজিৎ?

‘পথের পাঁচালী’ বিভূতির প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি যখন লেখেন, তখন তিনি ছিলেন ভাগলপুরে। স্কুলের চাকরি ছেড়ে নতুন কাজ নিয়ে ভাগলপুরের বাঙালিটোলায় গিয়েছিলেন তিনি। তবে ‘পথের পাঁচালী’ পাঠকের হাতে পৌঁছানো সহজ ছিল না, যদি না উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণের দেখা হতো। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আইনের ছাত্র। কিন্তু আইনের ছাত্র হলে কী হবে, সাহিত্যের প্রতি ভীষণ ভালো লাগা ছিল তাঁর। কেবল ভালো লাগা ছিল বললে ভুল বলা হবে, তিনি লিখতেনও। ওই সময়ের সব মানসম্পন্ন পত্রিকাতেই তাঁর লেখা বেরিয়েছিল। আর সেই মানুষই কিনা পড়ালেখার পাট চুকতেই ওকালতি করার উদ্দেশ্যে পৈতৃক নিবাস ভাগলপুরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। আর ভাগলপুরে ফিরে কেবল পেশাগত প্র্যাকটিস পর্যন্ত থেমে থাকেননি তিনি। সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের নিয়ে আড্ডার আয়োজনও শুরু করেন। প্রায় তাঁদের বসার ঘরে আড্ডা বসত। একদিন ঘুরতে ঘুরতে বিভূতিভূষণও আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরে নিয়মিত যেতে শুরু করলেন। কিন্তু কথা বলতেন না, চুপচাপ সবার কথা শুনতেন।

বিভূতিভূষণকে চোখে পড়লেও তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে তখনো আলাপ হয়নি উপেন্দ্রনাথের। বিভূতিভূষণ নিয়মিত আড্ডায় অংশ নেন, এ পর্যন্তই। কিন্তু এক বৃষ্টির দিনে কেউ আড্ডায় উপস্থিত হতে না পারলেও বিভূতিভূষণ গিয়ে উপস্থিত হন। বিভূতির সঙ্গে কথা শুরু করেন উপেন্দ্রনাথ। নানা কথা শেষে একপর্যায়ে জানতে চান, ‘গল্প, কবিতা কিছু লেখেন?’ বিভূতি লজ্জাবনত স্বরে জবাব দেন, ‘সেভাবে তো কিছু লিখি না, একটা উপন্যাস লিখেছি।’ ‘উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা একদিন পড়তে দেন। পড়ে দেখি কেমন লিখেছেন’, বলেন উপেন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ তত দিনে উপেন্দ্রনাথের জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ। তাই তো ভয়ে ভয়ে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা উপেন্দ্রনাথের কাছে জমা দেন। আবারও শুরু হয় অপেক্ষা। বিভূতিভূষণ আশায় বুক বেঁধে আড্ডায় যান। আশা অন্য কিছু নয়, উপেন্দ্রনাথের মুখে নিজের প্রথম উপন্যাস বিষয়ে দুটি কথা শোনা।

কিন্তু এক দিন, এক সপ্তাহ করে মাস কেটে গেলেও উপেন্দ্রনাথ কিছু জানান না। সাহস করে যে জানতে চাইবেন, সে সাহসও বিভূতিভূষণ করে উঠতে পারেন না। অগত্যা মনে মনে ভেবে নেন, উপন্যাসটি মানসম্মত হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন অন্য রকম ঘটনা ঘটে। আড্ডা শেষে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে ডেকে তাঁর লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্গে এ-ও জানান যে তিনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে একটি পত্রিকা বের করবেন। নামও ঠিক হয়েছে ‘বিচিত্রা’। আর ‘বিচিত্রা’তেই ‘পথের পাঁচালী’ ছাপতে চান তিনি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বিচিত্রা’তেই কিস্তিতে প্রকাশিত হয় ‘পথের পাঁচালী’। চলে গেলেন ‘পথের পাঁচালী’র ‘দুর্গা’ ১৯৪৫ সাল। প্রকাশনাজগতে সিগনেট প্রকাশনা সংস্থার সুখ্যাতি তখন চারদিকে। সত্যজিৎ রায় বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরির সূত্রে সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রচ্ছদ আঁকতেন। একদিন প্রেসের প্রধান ডি কে গুপ্ত তাঁকে ডেকে ‘পথের পাঁচালী’র ‘আম আঁটির ভেঁপু’র প্রচ্ছদসহ প্রাসঙ্গিক কিছু ছবি আঁকার দায়িত্ব দেন। তখনো ‘পথের পাঁচালী’ পড়া হয়নি সত্যজিতের। কিন্তু প্রচ্ছদ করতে হলে পড়তে হবে। সত্যজিৎ সম্পূর্ণ বই পড়ে ফেললেন। মুগ্ধ হলেন। প্রায়শ কাহিনিটা তাঁর মাথায় ঘুরতে শুরু করল। এবং তিনি ভাবতে শুরু করলেন, এটা নিয়ে সিনেমা বানালে কেমন হয়? পরে বিভূতির ‘পথের পাঁচালী’ থেকেই প্রথম সিনেমা বানাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

‘পথের পাঁচালী’র শুটিং চলেছিল দুই বছরের বেশি সময় ধরে। বিজ্ঞাপন অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই ছবির শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। টাকাপয়সা নানা সমস্যা সীমাবদ্ধতা, কত কী এসে পথ আটকেছে বিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। সব কষ্ট দু’হাতে মাড়িয়ে দর্শকের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের সিনেমা ‘পথের পাঁচালী’।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা।

প্রতিটি ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে: রাহুল গান্ধী

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে পৌঁছন। তিনি এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেন।

পহেলগাম জঙ্গি হামলায় আহতদের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীনগরের হাসপাতালে যান তিনি। রাহুল গান্ধী এদিন পহেলগামে জঙ্গি হামলা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি ভয়ানক ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। তিনি এও বলেন, আমি সার্বিক পরিস্থিতি জানতে এবং সাহায্য করতে এখানে এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ এই ভয়াবহ হামলার নিন্দা করেছে এবং তারা দেশের পাশে আছে। আমি আহতদের একজনের সাথে দেখা করেছি। যাঁরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার সমবেদনা। আমি সবাইকে বলতে চাই গোটা দেশ তাঁদের পাশে আছে।

গতকাল আমরা সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং সমগ্র বিরোধী দল এই হামলার নিন্দা করেছে। পাশাপাশি সরকারের যেকোনও পদক্ষেপে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। যা কিছু হয়েছে তার পেছনে সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসকে পরাজিত করতে হবে। সর্বদা সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে লড়তে হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি। আমি তাঁদের উভয়কে আশ্বস্ত করেছি যে আমি এবং আমাদের দল তাঁদের পূর্ণ সমর্থন করব।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। দেশজুড়ে এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও কড়া পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

ওয়েভস: তরুণ নির্মাতাদের লালন করা এবং ভারতের এমঅ্যান্ডই স্টার্টআপগুলিকে বিশ্বব্যাপী প্রভাবিত করার জন্য ত্বরান্বিত করা

কিরণ মজুমদার-শাহ
চেয়ারপারসন, বায়োকন গ্রুপ

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য শুল্ক এবং শেয়ারবাজারের অস্থিরতার মুখে ভারত একটি স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জনসংখ্যাগত সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ভারত চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে পরিণত করতে পারে, এবং নিজেকে একটি বিশ্বব্যাপী ''ক্রিয়েটিভ পাওয়ারহাউজ'' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সমৃদ্ধ গল্প তুলে ধরার ঐতিহ্যের সঙ্গে, ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন (এমঅ্যান্ডই) সেক্টর ''ক্রিয়েটর ইন ইন্ডিয়া, ক্রিয়েট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'' দর্শনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ''স্রষ্টাদের সংযুক্ত করতে'' লক্ষ্য স্থির করেছে।

ভারত চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, শিল্প এবং প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ সৃজনশীলদের একটি দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার আবাসস্থল। উল্লেখযোগ্যভাবে, নমিত মালহোত্রার ডিএনইজি, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস এবং অ্যানিমেশন স্টুডিও যা ডিউন ২ এর অস্কার বিজয়ী সাফল্যে নতুন আঙ্গিকের ভিএফএক্স প্রদর্শন করতে পেরেছিল। এটি ভারতের সপ্তম অস্কার বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, যা বিশ্বব্যাপী বিনোদন শিল্পে ভারতের বাড়তে থাকা প্রভাবকে তুলে ধরে। ঐতিহ্যগত চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে ডিজিটাল উৎপাদনের দিকে এই যাত্রা ভারতের বিশ্বমানের বিষয়বস্তু তৈরির সক্ষমতাকেই প্রদর্শন করে। ওয়েভস এক্সেলারেটর (ঢক্ষ্বাক্ড়), ভারত সরকারের বিশ্ব অডিও-ভিজুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ঢক্ষ্বাক্ষ্ছ) ২০২৫-এর একটি অংশ, যা তরুণ নির্মাতাদের শিল্প নেতাদের সাথে সংযুক্ত করার এবং স্টার্টআপ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার একটি প্রধান লক্ষ্য। ২০২৫ সালের মে মাসে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ওয়েভস ভারতের এমঅ্যান্ডই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে উন্নত করতে মেন্টরশিপ, অর্থবরাদ্দ এবং বৈশ্বিক সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে চেষ্টা করছে। এই খাতটি ২০২৩ সালে ২,৪২২ বিলিয়ন থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ৩,০৬৭ বিলিয়ন এ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা গেমিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেটাভার্সের মতো উদ্ভাবনী ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করছে।

স্বীকৃতি অর্জনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ওয়েভস ব্রাহ্মণ গেম স্টুডিও, কীবাউন্ড এবং ভাইয়ন ক্লাউডের মতো স্টার্টআপগুলোর কাজ বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। এই উদ্যোগে ল্যাপউইং স্টুডিও এবং ভাইগার মিডিয়ার মতো নারী নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপগুলোও অন্তর্ভুক্ত, যা এমঅ্যান্ডই অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে।

ওয়েভস একটি গতিশীল এবং প্রতিযোগিতামূলক স্টার্টআপ পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা আন্তর্জাতিক সফলতার জন্য একটি লঞ্চপ্যাড হিসেবে কাজ করে। ওয়েভএক্স মূলধন, পরামর্শদাতা এবং বৈশ্বিক সুযোগের বাধাগুলো সরাসরি মোকাবেলা করবে, শুধু আর্থিক সহায়তাই নয় বরং বৃদ্ধির জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ বাস্তুতন্ত্রও প্রদান করবে। মাত্র ১০,০০০ টাকা এবং একটি লক্ষ্য নিয়ে বায়োকন শুরু করার ফলে আমি এই ধরনের অনুঘটক প্ল্যাটফর্মগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারি।

সৃজনশীল কলা

একজন শিল্পের সমর্থক হিসাবে, যেমন মিউজিয়াম অফ আর্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফি (এমএপি) এবং সায়েন্স গ্যালারি বেঙ্গালুরু-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে, আমি বিশ্বাস করি যে একটি দেশের সংস্কৃতি তার শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে নিহিত। শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ই সৃজনশীলতার ফল; বিজ্ঞানীরা যেমন ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ঠিক তেমনি শিল্পীরা ক্যানভাসে।

ভারত, যা তার জনসংখ্যাগত সুবিধা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে সৃজনশীলতার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে। এই সমন্বয় ভারতে নিছক দার্শনিক হিসেবে নয়; বরং ব্যবহারিক, শিল্পকে রূপদান এবং এমঅ্যান্ডই খাতের মধ্যে উদ্ভাবন চালাচ্ছে আমাদের দেশ।

গল্প বলার ঐতিহ্যের জন্য শতাব্দী জুড়ে একটি বৈশ্বিক সৃজনশীল শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য অনন্য অবস্থানে রয়েছে। শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে সিনেমা, এবং কমিক্স থেকে নিমজ্জন প্রযুক্তি, আমরা এমন একটি উত্তেজনাপূর্ণ যুগে প্রবেশ করছি যেখানে সৃজনশীলতা অত্যাধুনিক উদ্ভাবনের সাথে মিলিত হচ্ছে। ''ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া, ক্রিয়েট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'' লক্ষ্যটি এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চমৎকারভাবে ধারণ করে।

সৃজনশীল স্টার্টআপের জন্য একটি অনুঘটক

সৃজনশীল স্টার্টআপগুলোর জন্য ক্যাটালিস্ট ওয়েভস প্রযুক্তি এবং গল্প বলার সুন্দর সংযোগের একটি উদাহরণ। ওয়েভেক্স অ্যানিমেশন, এআই, এআর/ভিআর, গেমিং, এবং মেটাভার্সের মতো উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলোকে সমর্থন করে এই সুযোগটি কাজে লাগাতে প্রস্তুত।

ওয়েভস বাজারের জন্য নিবন্ধিত ৪৫০০ এর বেশি বিক্রেতা এবং ৫,৯০০ এর বেশি ক্রেতার সঙ্গে, এই উদ্যোগটি ভারতীয় স্টার্টআপগুলোকে বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি, বিশ্বের এমঅ্যান্ডই ল্যান্ডস্কেপে নেতা হিসেবে ভারতের উত্থানকে গতিশীল করে।

ওয়েভস ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার বাইরেও উদ্ভাবনকে চ্যাম্পিয়ন করে। এরঃকানাভিস টেকনোলজিসের মতো কোম্পানিগুলি এআই-চালিত খেলার বিজ্ঞাপনগুলির অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে, যখন অ্যামেজ স্টুডিও এবং অফলাইন হিউম্যান স্টুডিও অ্যানিমেশন এবং ভিআর-এর মাধ্যমে গল্প বলার মাধ্যমে নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে। ইনস্কেপএক্সআর এবং ভিশন ইমপ্যাক্টের মতো এড-টেক উদ্যোগগুলি নিমজ্জনকারী মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা রূপান্তরিত করছে। এই স্টার্টআপগুলি একসাথে ভারতীয় সৃজনশীল পরিবেশের ব্যাপক সম্ভাবনা এবং বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি

ভারত দীর্ঘকাল ধরে তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সৃজনশীলতার স্থায়ী উত্তরাধিকারের জন্য প্রসংশিত হয়েছে।এই সৃজনশীল শক্তি আমাদের যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি খুঁজে পায়, যারা আজকের স্রষ্টা এবং আগামীকালের স্বপ্নদ্রষ্টা। চলচ্চিত্র, সংগীত, অ্যানিমেশন, গেমিং এবং ডিজিটাল মিডিয়া জুড়ে, তরুণ ভারতীয় নির্মাতারা সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং জেনারগুলিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন।

ভারত সরকারের এই সম্ভাবনাকে লালন করার প্রতিশ্রুতি উজ্জ্বলভাবে ওয়েভসের মতো উদ্যোগের সমর্থনে প্রতিভাত হয়, যা মিডিয়া ও বিনোদন খাতে একটি গতিশীল, উদ্ভাবনী এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে উৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

আজ, ওয়েভস-এর মাধ্যমে, আমরা কেবল স্টার্টআপে বিনিয়োগ করছি না, বরং আমরা কাহিনী বলা, স্ব-প্রকাশ এবং সৃজনশীল অর্থনীতিতেও বিনিয়োগ করছি যা ভবিষ্যতকে সংজ্ঞায়িত করবে। এটি বায়োটেক ল্যাব বা ডিজিটাল স্টুডিও হোক, সৃজনশীলতা হল সেই মুদ্রা যা আগামীকালের শিল্প এবং পরিচয়কে গড়ে তোলবে।

ওয়েভস ২০২৫ ভারতের এমঅ্যান্ডই শিল্পের উদযাপনের চেয়ে বেশি; এটি পরবর্তী প্রজন্মের স্রষ্টা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি লঞ্চপ্যাড যা বিশ্ব কীভাবে বিনোদন, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করে তা রূপান্তর করতে প্রস্তুত।

ওয়েভসের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসেবে, আমি এই রূপান্তরমূলক যাত্রার অংশ হতে পেরে গর্বিত। এই উদ্যোগের প্রভাব স্টুডিও ও বোর্ডরুমের বাইরে অনেক দূর চলে যাবে, প্রতিটি বলা গল্পে, প্রতিটি স্কেল করা স্টার্টআপে, এবং কনভেনশনকে চ্যালেঞ্জকারী প্রতিটি উদ্ভাবনে প্রতিধ্বনিত হবে। বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতের সময় এসেছে। আসুন আমরা ''ভারতে তৈরি করি, বিশ্বের জন্য তৈরি করি'' এবং বিশ্বের সামনে আমাদের কল্পনার অসীম শক্তিকে তুলে ধরি।

ট্রলিতে ভরে দেহ লোপাটের অভিযোগের সুরাহা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): মহিলাকে খুনের পর ট্রলিতে ভরে দেহ লোপাটের চেষ্টার মূল অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার তাকে দফায় দফায় জেরা করে জানা গিয়েছে নেপথ্যের বিশদ।

বাগুইআটির প্রতিবেশী পাড়ার ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত মহিলার নাম রিয়া ধর। দুই সন্তানের মা তিরিশ বছরের রিয়ার শ্বশুরবাড়ি মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২১ তারিখ দুপুরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় রিয়া ধরকে। পরের দিন সকালে বাগুইআটির প্রতিবেশী পাড়ায় নর্দমার ধারে পড়ে থাকা একটি ট্রলি থেকে উদ্ধার হয় ওই তরুণীর দেহ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বারাসাতের বাড়িতেই রিয়াকে খুন করেন তাঁর প্রেমিক কৌশিক প্রামাণিক। ট্রলিতে ভরে দেহ এনে ফেলা হয় বাগুইআটিতে। ফেসবুকে ৩ মাস আগে বারাসাতের বাসিন্দা কৌশিক প্রামাণিকের সঙ্গে পরিচয় হয় নবগ্রামের রিয়া ধরের। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৫ দিন আগে স্বামী অমিতকুমার ধর ও সন্তানকে ছেড়ে নবগ্রাম থেকে বারাসাতে চলে আসেন রিয়া। নবগ্রাম থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের করেন তরুণীর স্বামী।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে সোনার গয়না ও টাকা নিয়ে এসেছিলেন তরুণী। কৌশিক তা হাতিয়ে নেওয়ার পর আর সম্পর্ক রাখতে চাইছিলেন না। বিয়ের জন্য জোরাজুরি করাতেই তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান।

বারাসাতে খুন করে ট্রলিব্যাগে দেহ ভরে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে বাগুইআটিতে পাচারের চেষ্টা। তারপরেও শেষ রক্ষা হল না। খুনের অভিযোগে সেই গ্রেফতারই হতে হল নিহত যুবতীর প্রেমিককে। সিসিটিভি ফুটেজ আর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনই ধরিয়ে দিল রিয়া ধরের খুনিকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিক যেহেতু আগে বাগুইআটিতে ২ বছর ভাড়া ছিলেন, তাই ওই এলাকার খুঁটিনাটি তাঁর জানা ছিল। সেইমতো ২১ তারিখ দুপুরে বারাসাতের বাড়িতে রিয়াকে খুন করার পর দেহ ট্রলিতে ভরে অ্যাপক্যাব ভাড়া করে সন্ধের দিকে বাগুইআটি ঢোকেন তিনি। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বাগুআইটির প্রতিবেশী পাড়ায় ড্রেনের ধারে তরুণীর দেহ ভরা ট্রলিটি নর্দমার ধারে ফেলে দেন তিনি।

তদন্তে নেমে এলাকা ও বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। তখনই একটি অ্যাপকাবের সন্দেহজনক গতিবিধি তাঁদের নজরে আসে। টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওই সময়কালের মধ্যে অভিযুক্ত কৌশিক প্রামাণিকের উপস্থিতিও এলাকায় টের পান তাঁরা। তারপরই অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কৌশিক প্রামাণিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সাউথ ব্লকে ইজরায়েল রাষ্ট্রদূত, পহেলগাম হামলায় দুঃখপ্রকাশ আজারের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে শুক্রবার সাউথ ব্লকে বিদেশ মন্ত্রকের দফতরে যান ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার। তিনি পহেলগাম হামলায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার বলেছেন, 'আমরা এখানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হামলার জন্য সমবেদনা জানাই। আমরা ভারতের পাশে আছি; এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং অবশ্যই, আমরা পারস্পরিক উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি যা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের মধ্যে দুর্দান্ত সহযোগিতা রয়েছে, আমরা দুর্দান্ত অংশীদার। আমরা দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী আরও সহযোগিতার জন্য মুখিয়ে আছি।'

দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত রাজা ইকবাল সিং, আনন্দে উৎফুল্ল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির নতুন মেয়র রাজা ইকবাল সিং। শুক্রবার দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি, রাজা ইকবাল সিং দিল্লির মেয়র নির্বাচিত হতেই আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কাউন্সিলররা। রাজা ইকবাল সিং বলেছেন, 'আমার মূল লক্ষ্য হবে, দিল্লির পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার উন্নতি, আবর্জনার পাহাড় অপসারণ, জল জমে যাওয়ার সমস্যা সমাধান এবং দিল্লির জনগণকে সমস্ত মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। আমরা সকলেই পূর্ণ নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করব।'

শুক্রবার দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাজা ইকবাল সিং, তিনি পেয়েছেন ১৩৩ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী মনদীপ পেয়েছেন মাত্র ৮ ভোট। আম আদমি পার্টি কোনও প্রার্থী দেয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি কাউন্সিলর জয় ভগবান যাদব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

ইমেলে এল বোমার হুমকি, হুলুস্থুল পাটনা সিভিল আদালতে

পাটনা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): আদালত চত্বরে আরডিএক্স রাখা রয়েছে, ইমেলে এই বোমা হুমকির প্রেক্ষিতে চাঞ্চল্য ছড়ালো পাটনার সিভিল আদালতে। শুক্রবার এই হুমকি ইমেল পাওয়ার পরই আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। সিভিল কোর্ট উড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়, যার ফলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য পুলিশ ইমেলের আইপি ঠিকানা ট্র্যাক করছে। আদালতের তিনটি গেটেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, বোমা স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াড দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। এএসপি টাউন দীক্ষা বলেছেন, 'শুক্রবার সকালে পাটনা সিভিল কোর্ট সম্পর্কে একটি নোটিফিকেশন পাওয়া যায়, আদালতে একটি

গৃহবধূকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃতের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত

বীরভূম, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): এক গৃহবধূকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে বীরভূমের মল্লারপুরের কান্দিয়ারা গ্রামে। পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জিত শেখকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ওই বধূ শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাওয়ায় জন্য মল্লারপুর থানার কান্দিয়ারা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় সঞ্জিত শেখ নামে ওই যুবক বাইকে করে সেখানে দাঁড়ায়। বাইকে করে ওই মহিলাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল সে। ওই যুবককে বিশ্বাস করে বাইকে চড়ে বসেন তিনি। কিন্তু তাঁকে নিজের ধাবায় নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সেখানেই একটি ঘরে আটকে রেখে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতনের পর ওই বধূকে সেখানেই আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এদিকে নিজের সঙ্গে থাকা মোবাইল থেকে নিজের মাকে ফোন করে সব ঘটনার কথা জানান ওই গৃহবধূ। মল্লারপুর থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার মা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মল্লারপুর থানার পুলিশ। বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ওই নির্যাতিতাকে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত যুবককে।

ধৃতকে শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ধৃতকে পাঁচ দিনের হেফাজতে চাওয়ার দাবি করে। বিচারক সেই দাবি মেনে নেন। একথা জানিয়েছেন, রামপুরহাট আদালতের সরকারি আইনজীবী সৈকত হাটি। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

'সুপার নিউমেরারি' পদে নিয়োগ নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): 'সুপারনিউমেরারি' পদে নিয়োগে আগ্রহী রাজ্য। সেই আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। আদালতে হাই কোর্টের আগের স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার আর্জি অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর। শুক্রবার মামলাটি ওঠে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা হলফনামা নয়। রাজ্যকে আবেদনের নির্দেশ বিচারপতি বসুর। সেই আবেদনে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকার আদালতে জানায় 'সুপারনিউমেরারি' পোস্ট নিয়ে মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকায় নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। ১৮ এপ্রিল ২০২৩ হাই কোর্টের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হলে রাজ্য এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

তা শুনে বিচারপতি এজিকে প্রশ্ন করেন সুপারনিউমেরারি পদ নিয়ে শীর্ষ আদালতে রাজ্যের বক্তব্য কী ছিল? কতজনের পদ ছিল?

Notice

Due to unavoidable circumstances, Programme for Distribution of Offers of Appointment to the qualified candidates for the posts of CDPO (Social Welfare & Social Education Department), ICDS Supervisor (Social Welfare & Social Education Department), Junior Engineer (Public Works Department), Assistant Manager (Tripura State Co-operative Bank Ltd), Cash-Cum- General- Clerk (Tripura State Co-operative Bank Ltd), Multi-Tasking Staff (Tripura State Co-operative Bank Ltd) which is scheduled to be held on 26th April, 2025 is hereby postponed.

The programme will be held at 12.00 Noon on 27th April, 2025 at Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No-1.

ICA/D/108/25

Sd/-

Director
Information & Cultural Affairs

NOTIFICATION

In continuation to this Department's Notice of even number dated 29th January, 2025, the State Government is pleased to issue this Notification authorizing carrying out of Firing range of 2nd Bn. TSR personnel within the below scheduled firing range at the HQr of the 2nd Battalion TSR, R.K. Nagar, under Khayerpur of Jirania Sub-Division, West Tripura District for a term of 3(three) years commencing from the date of issue of the Notification under sub-section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act V of 1938).

SCHEDULE

Land measuring 5.41 acres comprised in plot number as mentioned below of Laxmipur T.K & Mouza belonging to the 2nd Bn. TSR, R. K. Pur :-

Name of T.K	Name of mouja	Khatian No.	C/S plot No.	R/S plot No.	Area (in acre)
Laxmipur	Laxmipur	14362	2618	5500	5.41

ICA/D/107/25

By order of the Governor
Signed by Samarendra Debbarma
Under Secretary to the Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 23/05/2025

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 07/05/2025 for the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	01/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 23,79,569.00	Rs. 47,591.00	180 Days
2	02/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,24,720.00	Rs. 48,494.00	60 Days
3	03/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 22,68,005.00	Rs. 45,360.00	60 Days
4	04/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,26,886.00	Rs. 48,538.00	60 Days
5	05/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,26,450.00	Rs. 48,529.00	60 Days
6	06/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,26,764.00	Rs. 48,535.00	180 Days
7	07/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,25,558.00	Rs. 48,511.00	60 Days
8	08/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,23,576.00	Rs. 48,472.00	180 Days
9	09/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,14,723.00	Rs. 48,294.00	60 Days
10	10/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,26,382.00	Rs. 48,528.00	60 Days
11	11/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,19,175.00	Rs. 48,384.00	60 Days
12	12/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,24,843.00	Rs. 48,497.00	60 Days
13	13/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 24,25,338.00	Rs. 48,507.00	180 Days
14	14/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 23,92,871.00	Rs. 47,857.00	180 Days
15	15/EE/SNM/PWD(R&B) /2025-26	Rs. 23,92,032.00	Rs. 47,841.00	180 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/285/25

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-03/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 Dt.23-04-2025

The Executive Engineer, W.R Division No-IV, Belonia,South Tripura invites tender on behalf of the Govornor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F-7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC up to 3.00 p.m on 30-04-2025 for the following works. The tender can be uploaded in website https://tripuratenders.gov.in. up to 3.00 p.m on 30-04-2025.

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-03/399-447 Dated, Belonia the 23-04-2025.

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	2	3	4	5
1	DNIe-T NO:-01/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,39,30,991.00	Rs. 2,78,620.00	03 (Three) Months
2	DNIe-T NO:-02/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,45,61,760.00	Rs. 2,91,235.00	03 (Three) Months
3	DNIe-T NO:-03/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,44,89,891.00	Rs. 2,89,798.00	03 (Three) Months
4	DNIe-T NO:-04/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,45,02,445.00	Rs. 2,90,049.00	03 (Three) Months
5	DNIe-T NO:-05/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,45,27,635.00	Rs. 2,90,553.00	03 (Three) Months
6	DNIe-T NO:-06/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	Rs. 1,45,61,760.00	Rs. 2,91,235.00	03 (Three) Months

ICA/C-279/25

(Er. Basudeb Das) Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

কাজের সন্ধান

এনটিপিসি-তে ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এনটিপিসি বা রাষ্ট্রীয় তাপ বিদ্যুৎ নিগমে ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কর্পোরেট সেক্টর এনটিপিসি বা ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি ১৮২টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০১-০৫-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বরঃ এনটিপিসি/ এনজিইএল/ ০১/ ২০২৫। তারিখ ২৭-০৩-২০২৫।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-সিভিল), মোট শূন্যপদ ৪০টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ৩ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-ইলেকট্রিক্যাল), মোট শূন্যপদ ৮০টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ৩ বছর। ক্রমিক নং (৩) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-মেকানিক্যাল), মোট শূন্যপদ ১৫টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ৩ বছর। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-হিউম্যান রিসোর্স বা এইচ.আর), মোট শূন্যপদ ০৭টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ৩ বছর। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-ফিনান্স), মোট শূন্যপদ ২৬টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ১ বছর। ক্রমিক নং (৬) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি), মোট শূন্যপদ ০৪টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ৩ বছর। ক্রমিক নং (৭) ঃ ইঞ্জিনিয়ার (আরই-সি এন্ড এম), মোট শূন্যপদ ১০টি। ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ১ বছর। প্রতি ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর। তবে সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি ক্ষেত্রেই ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন রয়েছে।

প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। বাছাইকৃত হলে ইন্টারভিউর বা পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইউনাইটেড বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স পাশ, নেট কোয়ালিফাইড সহ নির্দিষ্ট যোগ্যতা আবশ্যক,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ (তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প),**
শূন্যপদ ঃ ১৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম এনালিস্ট (কেন্দ্রীয় সরকার),**
ইউপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসার্চ অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এনালিস্ট (রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর (এনসিবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরে নিয়োগ দরখাস্তের শেষ তারিখ আবারও বাড়লো

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। আবারও বাড়লো দরখাস্তের শেষ তারিখ। পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। টিপিএসসি-র পক্ষ থেকে দারুন উদ্যোগ। অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা বাড়িয়ে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানেও বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশিত হলো। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এস.আই অফ এক্সাইজ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেক পাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ আবারও ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে এস.আই অফ এক্সাইজ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১১/২০২৫। পুনরায় ১লা এপ্রিল, নং এফ.১১ (২৮-৬) - রিক্রুট./ টিপিএসসি/ ২০২৫ সেহামূলে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ৩ মে, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩ মে-র মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূলপ্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ১১/২০২৫, তারিখ - ১ মার্চ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শূণ্যপদগুলো হল —

পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ ঃ শূন্যপদ ৩৯টি। এর মধ্যে ২০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়া, ৬টিপদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ১৩টিপদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) ৬টি পদের মধ্যে ২টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ১৩টি পদের মধ্যে ৫টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ২০টি পদের মধ্যেও ৭টিপদ মহিলাপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-সি, নন-গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের এক্সাইজ অর্গানাইজেশনের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃতপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বিই, বিটেকপাশ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১০ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ১৪-০৪-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিকপ্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরতপ্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবেপ্রথমে ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটিপরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৩০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুইটি পার্ট। পার্ট-ওয়ান-এ ৯০টি প্রশ্ন, এমসিকিউ প্যাটার্ণ। পার্ট-টু-তে ২টি প্রশ্ন। কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইউনাইটেড বীমা সংস্থায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন কলেজের জন্য **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্সপাশ, নেট কোয়ালিফাইড সহ নির্দিষ্ট যোগ্যতা আবশ্যক, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল , বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম এনালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **রিসার্চ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিতপরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কিং সেক্টরে **সিনিয়র এনালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এনসিবি-তে **ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ১০০৭ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৪ মে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৫-০৪-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পী/ এন.জি.পী/ এস.এস.এস / ২০২৪/ ১৬, তারিখ ১ এপ্রিল, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — নাগপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৬৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি। এসসি ১০টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১৮টি, ইডব্লিওএস ৭টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৩৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ১৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ৩টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ সি.ও.পি.এ বা কোপা, শূন্যপদ ১৭০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৮টি। এসসি ২৬টি, এসটি ১৩টি, ওবিসি ৪৬টি, ইডব্লিওএস ১৭টি পদ সংরক্ষিত। ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২৫৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০৩টি। এসসি ৩৮টি, এসটি ৩৯টি, ওবিসি ৬৮টি, ইডব্লিওএস ২৫টি পদ সংরক্ষিত। ১০টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)/ সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ৩৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এসসি ৫টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১০টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৫২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২১টি। এসসি ৮টি, এসটি ৪টি, ওবিসি ১৪টি, ইডব্লিওএস ৫টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ ওয়্যারম্যান, শূন্যপদ ৪২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ ডিজেল মেকানিক, শূন্যপদ ১১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৪টি। এসসি ১৭টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ৩০টি, ইডব্লিওএস ১১টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মেশিনিস্ট, টার্নার, গ্যাস কাটার, ক্যাবল জয়েন্টার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

শুক্রবার ত্রিপুরা ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

“ধর্ম নিজেকে বিস্তার করতে চায়, নাস্তিকতার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য নেই”, মন্তব্যে বিতর্কে প্রবীন শিক্ষাবিদ

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): “ধর্ম নিজেকে বিস্তার করতে চায়, নাস্তিকতার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য নেই”, মন্তব্যে বিতর্কে প্রবীন শিক্ষাবিদ।

’ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির রাক্ষস-দাম্পত্য ধর্মকেও দূষিত করে তোলে।” সামাজিক মাধ্যমে এ বিষয়ে নিজের মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে পড়লেন প্রবীন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার। তাঁর পোস্টে শুক্রবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত ১১০টি মন্তব্য এসেছে।

তিনি লিখেছেন, “নাস্তিকতা অনেক ভালো; তা কোনও ধর্মকেই মানে না বটে, তাই কোনও ধর্মের মানুষের দিকে আঙুল তুলে বলে না যে, ওরা তোমার শত্রু, ওদের তোমাকে ধ্বংস করতে হবে। ধর্মের মধ্যেই অন্য ধর্মকে অস্বীকার করার একটা সূত্র আছে। তাই ধর্মান্তরণ ধর্মে বৈধ, ধর্ম নিজেকে বিস্তার করতে চায়। নাস্তিকতার এই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য নেই।”

একটি প্রতিক্রিয়ার জবাবে পবিত্রবাবু লিখেছেন, “আমি ঈশ্বর মানার কোনও যুক্তি খুঁজে পাইনি।” বানিপ্রসাদ মুখার্জি লিখেছেন, “ধর্ম মানিনা অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিয়ে আদিখ্যেতা এটাইতো সমস্যা। মৌলিক প্রতিবাদ কোথায়?”

শুভমানস ঘোষ লিখেছেন, “যে ধর্মের কথা বলছেন স্যার ওটা ধর্ম নয়, ধর্মমত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। আসল ধর্ম গুরুর কাছে প্রাপ্ত দীক্ষা সাধনের মধ্যেই লভ্য। তা একনিষ্ঠ ভাবে সাধন করে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে।

দেবত্ব লাভ করে। হিন্দু-ইসলাম সহ সব ধর্মে তলে তলে তার সাধন হয়। যাঁরা সে সুধা লাভ করেছেন, তাঁরাই পারেন ধর্মমতের নামে এই হানাহানি-কাটাকাটি বন্ধ করতে। সিদ্ধ পুরুষ কাকে বলে দেখেননি বলে, কিছুই জানেন না বলে মানুষ নাস্তিক হয়। তাঁরা কী করবেন? জগতের রহস্যের কণামাত্র না জেনে কিছু করতে গেলে আরও সমস্যা পাকিয়ে উঠবে।”

জবাবে পবিত্রবাবু লিখেছেন, “সিদ্ধপুরুষ কাকে বলে তা আমি দেখিনি, শুভমানস।

মানুষ দেবত্ব লাভ করতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। হয়তো তোমার তুলনায় আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।”

শুভমানস লিখেছেন, “আমি দেখেছি। দেখেছি বলেই সবলে বলতে পারছি। আমার জীবন তাঁদের আশীর্বাদে সিক্ত সিক্ত। আপনি সারাজীবন সৎ কাজ করেছেন। তাঁদের আশীর্বাদ আপনিও পেয়েছেন। শুধু দেখা হওয়াটা বাকি।” জবাবে পবিত্রবাবু লিখেছেন, “পূর্ণতা, সুধা এ সব অস্পষ্ট কথা। অনেক জেনেও মানুষ নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু ধর্মান্ধ হওয়ার জন্যে কিচ্ছু জানতে হয় না।”

শুভমানস লিখেছেন, “প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ব্যক্তি না জেনেই ধর্মান্ধ। মানুষের ধর্ম আনন্দলাভ।

তা অনাবিল ও চিরস্থায়ী করতে গভীর ধ্যানে প্রয়োজন। মহাবিশ্ব যে কী আনন্দ-তরঙ্গে থরথর করে কাঁপছে, যিনি জেনেছেন, তারই অন্তর-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বিশ্বরহস্য তাঁরই অবগত হয়।”

সুমন সরকার লিখেছেন, “ওই দিন আপনি কেনো ছিলেন না ওদের সামনে এটাই আমার জিজ্ঞাসা আপনাকে! তাহলে আপনি ওদের নাস্তিকতার পাঠ দিতেন আর ওরা আমাকে কাফেরের পাঠ.... তারপর সোজা ৭২ হুরের দর্শন....

আর কত চাটবেন.... বয়স তো হলো? দুটো চোখ এখন ৪ টে হয়ে গেছে তবুও চাটাচাটি বন্ধ হলো না আপনাদের।”

অনেকে সমর্থনও করেছেন। অর্পিতা ভট্টাচার্য লিখেছেন, “স্যার কি সুন্দর বললেন ধর্ম ও রাজনীতির রাক্ষস দাম্পত্য”! সুশান্ত দাস লিখেছেন, “সুন্দর বাক্য বিন্যাস; কথাটি ভয়াবহ।” প্রথমা রায়মন্ডল লিখেছেন, “সম্পূর্ণরূপে সহমত জানাই। প্রচলিত ধর্মানুসারী/আস্তিক মানুষ, কখনো নির্বিশেষ মানবতায় আস্থাশীল হতে পারে না। নাস্তিক হওয়া একটি বড় সাধনা।”

প্রবীর বিকাশ সরকার লিখেছেন, “ধর্ম ধর্ম করে আমরা ধর্মের সত্যিকার মানবিক আবেদনকেই অস্বীকার করছি, করছি কলুষিত। মাসুদ করিম লিখেছেন, “ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশভাগ, ধর্মই রাজনীতিকে এবং রাজনীতিই ধর্মকে শেষ করে দিল।”

উত্তর প্রদেশে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৯০.১১ শতাংশ, দশম—এ পাশ ৮১.১৫ শতাংশ

প্রয়াগরাজ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত দ্বাদশ ও দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল শুক্রবার প্রয়াগরাজে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ঘোষণা করা হয়। ফল প্রকাশ করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালক ও সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র দেব এবং বোর্ডের প্রধান ভগবতী সিং।

বোর্ড জানিয়েছেন , চলতি বছরে দ্বাদশ শ্রেণীতে ৯০.১১ শতাংশ এবং দশম শ্রেণীতে ৮১.১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। জালাউন জেলাতে দ্বাদশ শ্রেণীতে যশ প্রতাপ সিং ও দশম শ্রেণীতে প্রয়াগরাজের মেহক জয়সওয়াল প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পরীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রদের উত্তীর্ণের হার ৮৬.৬৬ শতাংশ এবং ছাত্রীদের ৯৩.৮৭ শতাংশ। দশম শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৬.৬০ শতাংশ ও ছাত্রীরা ৮৬.৩৭ শতাংশ।

‘তোমারে বধিবে যে, গকুলে বাড়িছে সে’, এক্সবার্তায় মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): “মমতা পুলিশ বিশ্বের দরবারে প্রতিদিন অনন্য নজির রেখে চলেছে। এবার লাঠির আঘাত নেমে এলো তফসিলিদের ওপর !” এক্সবার্তায় এই মন্তব্যের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন,“গত পরশু পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে নন্দীগ্রামের মত চারজন জেহাদিদের দ্বারা নন্দী মহারাজকে চুরির আপ্রাণ চেষ্টা হয়। কিন্তু এলাকার সচেতন সনাতনীদের দ্বারা সেই চেষ্টা বিফল হলেও জেহাদিরা ষাঁড়টির লেজ কেটে পালাতে সক্ষম হয়।

এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন স্থানীয়রা এবং গতকাল তিন চারটে গ্রামের সনাতনীরা একত্রিত হয়ে আলোচনার জন্য কাজির হাট বল গ্রাউন্ডে জমায়েত শুরু করলে মমতা পুলিশের আসল রূপ বেরিয়ে আসে।

যে মমতা পুলিশকে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে খুঁজে পাওয়া যায় না, যে মমতা পুলিশ জেহাদীদের দেখে জঙ্গিপুরে দোকানের সাটারের ভেতর ঢুকে যায়, সেই মমতা পুলিশের নখ দাঁত বাইরে বেরিয়ে আসে সনাতনীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সময়।

অত্যাচারের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মাথা ফাটিয়ে দেয় মমতা পুলিশ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা যাঁরা বেশির ভাগই তফসিলি জনজাতি গোষ্ঠীর, তাদের ওপর লাঠিচার্জ করার সময় মাথায় লাঠির বাড়ি মারা থেকে থেকে শুরু করে কোন কিছুই বাকি রাখেনি।

রোহিত দলুই নামের একটি ছোট বাচ্চার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এবং নির্বিচারে মহিলাদেরকেও পুরুষ পুলিশ মারধর করে। প্রায় ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছে।

আমি ঘাটালে নির্লজ্জ মমতা পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং জেহাদিদের নন্দী মহারাজের ওপর কালো দৃষ্টির বিষয়ে স্পষ্ট হুশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই - ’তোমারে বধিবে যে, গকুলে বাড়িছে সে’।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলায় সচেতনতা কর্মসূচি পালন

শ্রীভূমি (অসম) ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলা জুড়ে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম, জনসম্পর্ক অভিযান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমের সূচনা হয় সচেতনতামূলক পদযাত্রার মাধ্যমে, যার উদ্বোধন করেন শ্রীভূমি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং। শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (পরিবার কল্যাণ) ডা. মতিন্দ্র সূত্রধর, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী, এনসিভিবিডিসি এর জেলা পরামর্শক দেবজিত দে, ডিইআইসি ম্যানেজার মানিশা রায় ঘোষ এবং ডিপিএম হানিফ মোঃ কে. আলম। রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজের এনসিসি ক্যাডেট ও নার্সিং শিক্ষার্থীরা এই পদযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ডা. নাইডিং বলেন, ম্যালেরিয়া এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হলেও, জনসচেতনতা, দ্রুত শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে পারি। ডা. সূত্রধর জানান, বিগত কয়েক বছরে শ্রীভূমি জেলায় ম্যালেরিয়া সংক্রমণের হার কমেছে। এই অগ্রগতি বজায় রাখতে সমাজের সকল স্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরি। পাশাপাশি সুমন চৌধুরী বলেন, জেলা জুড়ে চলেছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড। মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস, মশারি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়ার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। হানিফ মোঃ কে. আলম জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সচেতনতা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শ্লোগান তোলে। এএসএইচএ কর্মীদের আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা আরও বাড়ানো হয়েছে। দেবজিত দে জানান, নিয়মিত প্রচেষ্টা ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আমরা শ্রীভূমিকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। এ উপলক্ষে ব্লক স্তরে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক সভা, পদযাত্রা, ইনসেক্টিসাইড ট্রিটেড বেডনেট বা মশারি বিতরণ শিবির, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বর পরীক্ষা এবং স্কুলে সচেতনতা সেশন। পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় জ্বর স্ক্রিনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে সকলকে এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ডেবরায় বাস ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ, মৃত দুই, আহত এক

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বাসের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো দু’জনের। জখম অন্য আরোহীর অবস্থা সঙ্কটজনক। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরার ট্যাবাগেড়িয়া এলাকায়। মৃতরা হলেন, সামসাদ খাতুন (১৮) ও নাসির আলি (২১)।

জানা গিয়েছে, একটি বাইক নিয়ে তিনজন ডেবরা-ট্যাবাগেড়িয়া রাজ্য সড়ক ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎই ঝাঁপাপোল সংলগ্ন এলাকায় ওই বাইক আরোহীদের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনজনই। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকেন তিনজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুইজনের। অন্য আরোহীর অবস্থা সঙ্কটজনক।

দ্রুত নিয়োগের দাবি, চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে হাই কোর্টের সামনে তুমুল উত্তেজনা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতা হাই কোর্টের সামনে। শুক্রবার এসএলএসটি প্রার্থীদের অনেকেই জড়ো হন হাই কোর্টের সামনে।

সেসময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে শুনানি চলছিল এই মামলার। তারই মাঝে বিক্ষোভে শামিল হওয়া চাকরিপ্রার্থীরা প্রশ্ন তোলেন, সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বলেছে যে রাজ্যের অধিকার রয়েছে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা, সেখানে হাই কোর্ট কেন চাকরি আটকে রেখেছে? দ্রুত আইনি জট ছাড়িয়ে নিয়োগ চাই বলে দাবি তোলেন তাঁরা। ওঠে স্লোগানও।শুক্রবার শুনানিতে নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়েছেন, রাজ্য নিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু আইনি জটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। বিচারপতি জানান, এনিয়ে কোনও মৌখিক আর্জি নয়, রাজ্য নতুন করে আবেদন জানাক। তাহলে আদালত তা বিবেচনা করবে।

প্রসঙ্গত, আইনি জটে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ এখন স্থগিত। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার আওতায় রয়েছে এই নিয়োগও। এনিয়ে মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে।

পহেলগাঁওয়ে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বজরং দলের বিক্ষোভ মিছিল

বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হিন্দুদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে বজরং দলের পক্ষ থেকে শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বঙ্গবিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে মাচানতলা, জিপি সিংহ রোড, বড়বাজার, সুভাষ রোড, বীর সাভারকর সরণি পরিক্রমা করে মাচানতলা মুক্ত মঞ্চে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রায় দুই শতাধিক বজরং কর্মী ‘পাকিস্তান মুর্দাবাদ’, ‘ইসলামী সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তি চাই’ সহ বিভিন্ন স্লোগানে প্রতিবাদ জানান। মিছিল শেষে মাচানতলায় পাকিস্তানের পতাকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভাগীয় কার্যকর্তা রনধীর মুখোপাধ্যায় বলেন, “ইসলামী সন্ত্রাস আজ বিশ্বব্যাপী সমস্যা। ভারতও তার বাইরে নয়। বিশ্বের বহু দেশে সব রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছে, অথচ ভারতে তথাকথিত সেকুলার দলগুলি ভোটের রাজনীতির স্বার্থে এই সন্ত্রাসকে পরোক্ষ মদত দিচ্ছে। তাই এখানে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা হলেও তারা তা স্বীকার করে না।”

তিনি আরও জানান, সারা দেশেই আজ বজরং দলের পক্ষ থেকে পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমি জেলায় আগ্নেয়াস্ত্র জমার নির্দেশ

শ্রীভূমি (অসম) ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলার সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকদের তাৎক্ষণিকভাবে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই আদেশ জারি করেছেন। তবে কিছু প্রতিষ্ঠান - পাওয়ার গ্রিড অর্গেনাইজেশন, পাঞ্জাব নেশনেল ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি সংস্থা গুলির সিকিউরিটি গার্ডদের এই আদেশের বাইরে রাখা হয়েছে।

পহেলগাম হামলার নিন্দা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): পহেলগাম হামলার তীব্র নিন্দা করলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

তাদের তরফে শুক্রবার একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিল জঙ্গি হানায় হত্যার ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, উপত্যকায় ছুটি কাটাতে আসা নিরস্ত্র এবং নিরপরাধ নাগরিকদের উপর নৃশংস হামলার নিন্দা জানায় কমিশন। নিরীহ এইসব মানুষ ও তাঁদের পরিবারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর বিষয় প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছে।

বিভিন্ন ফোরামে বারবার বলা হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম বড় কারণ।

সময় এসেছে যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার।

অন্যথায়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত হতে পারে, মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, আশা করা যায় রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনবে এবং নিহতদের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদান করুন।”

পেহেলগাঁও এ সন্ত্রাসী কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে শুক্রবার আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

কাঁথি ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি মামলা ঝুলে রইল, সোমবার ফয়সালা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। একই দিনে কাঁথি ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি মামলা শুক্রবার ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার ‘অনুমতি’ প্রশ্নের ফয়সালা হবে। জানালেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে ১ লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে। ডিসেম্বরেই ঘোষণা হয়েছিল, আগামী ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন হবে। কাঁথির সভার তাই অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। ওইদিন ঐতিহ্যশালী নাচিন্দা মন্দিরেও ভিড় সামলাতে হয় প্রশাসনকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয়নি। আদালতে জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত।

৫০০০০ জমায়েতের ধর্মীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা শুভেন্দু অধিকারীর। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, ‘নাচিন্দায় জমায়েতে পুলিশ অনুমতি দিলে কাঁথি’র সভায় নয় কেন?’,

অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্ন, ”৫০০০০ জমায়েত কীভাবে সম্ভব কিছু অখ্যাত মানুষের ডাকের ধর্মীয় সম্মেলনে।

সত্যিটা বলুক না, আড়ালে কে টাকা জোগাচ্ছে, সাহায্য করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে ১০টা বায়োটয়লেট জোগাড় করা সম্ভব নয়। কে দিচ্ছে ৩০টির বেশি বায়ো টয়লেট। বাজেট কী এই অনুষ্ঠানের?”

নাম না করে এভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি চেয়ে প্রথম মামলাকারী রামেশ্বর বেরা সই জাল করে মামলা দায়েরের অভিযোগ ওঠে। প্রথম মামলাকারী রামেশ্বর বেরা’র সই যাচাই করতে সিএএফএল-কে নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। দ্বিতীয় মামলাকারী শঙ্কর বেরার দায়ের করা মামলার নির্দেশ দান হবে সোমবার।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কাশ্মীরে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শ্রীনগরে পৌঁছেছেন। সেখানে তাকে উপত্যকার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপও জানানো হয় তাঁকে।

জানা গেছে, জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন তিনি। উল্লেখ্য, পহেলগামে হামলার প্রেক্ষিতেই তাঁর এই সফর বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার পহেলগামে বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণ গিয়েছে। ওই ঘটনার পরেই সেখানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এসেছেন তিনি। এবার কাশ্মীরে গেলেন সেনাপ্রধান।

সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল কেন্দ্র। সেখানে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদী সরকার।

সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই একাধিক মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। বিতর্কের মধ্যে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নেওয়ার ব্যাপারে এই আইনের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এদিন শীর্ষ আদালতে কেন্দ্র জানিয়েছে, নয়া ওয়াকফ সংশোধনী

শ্রীভূমিতে জাতীয় লোক আদালতের তারিখ পরিবর্তন

শ্রীভূমি (অসম) ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমিতে আগামী ১০ মে তারিখে জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এর তারিখ পরিবর্তন করে ১৪ জুন করা হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য পূর্বনির্ধারিত ১০ মে তারিখের পরিবর্তে শ্রীভূমিতে জাতীয় লোক আদালত ১৪ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ওই লোক আদালতে ধার্য করা মামলা ১০ মে-র পরিবর্তে ১৪ জুন তারিখে নিষ্পত্তি করা হবে।

হাইলাকান্দিতে পোস্টাল ব্যালট পেপার ভোটিং

হাইলাকান্দি (অসম) ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের জন্য পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা ইতিমধ্যে পোস্টাল ব্যালট পেপারের জন্য ফরম আই.ই- র মাধ্যমে আবেদন জমা দিয়েছেন,তাদেরকে আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে হাইলাকান্দি সার্কুল অফিসে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান করতে বলা হয়েছে। এছাড়া যারা এই সময়ে ভোট দান করতে পারবেন না তাদের জন্য আগামী ১ মে তারিখে ভোট সামগ্রী বন্টন কেন্দ্র এসএস কলেজে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট দান করতে পারবেন।

ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের আট দিনব্যাপী সাহিত্য মেলা

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। আগামী ২৮ এপ্রিল, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের আটদিন ব্যাপী সাহিত্য মেলা। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সুকান্ত একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে সাহিত্য মেলার উদ্বোধন করবেন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় রসিক রঞ্জন দেব এবং সুনীলা দেবী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ''বছর বিশিষ্ট গীতিকার সুবিমল ভট্টাচার্য্য এবং অরবিন্দ শ্রীমা আশ্রম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কল্যাণ দাশগুপ্ত পাচ্ছেন এই দুটি পুরস্কার। এ'' দিনের বিশেষ আকর্ষণ প্রাদেশিক সংগীতমালা। এতে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের গীতালি শাখার শিল্পীরা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষীর শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ননীগোপাল দেববর্মা, ক্রাইরি মগ চৌধুরী, সুরবিতান, লালগোনজমচনু অবন্তিকা সিংহ, বিহারী পরিষদ, জ্যোতিময় দাস প্রমুখ।

২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে পরিষদের দক্ষিণী গৃহে শুরু হবে বক্তৃতামালা। প্রথম দিন '' বিশ্ব প্রসঙ্গ। ''এতে থাকছে দুটি বিষয়, আমেরিকায় সাম্প্রতিক পট পরিবর্তন ও বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ এবং বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের আবহ ও আগামী দিনের অর্থনীতি। দুটি বিষয়ে বলবেন মানস পাল এবং ইন্দ্রনীল ভৌমিক। ৩০ এপ্রিল, বুধবার '' ভারত প্রসঙ্গ।'' আলোচনা করবেন ডঃ ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পট পরিবর্তন ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রতিক ভাবনা ও বিকাশ: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ১লা মে,বৃহস্পতিবার আলোচনার বিষয় উত্তর-পূর্ব ও ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা : ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক ভাবনা বিষয়ে বলবেন এল বীরমঙ্গল সিংহ এবং ত্রিপুরার ভারতভুক্তি ও চাকলা রোশনাবাদ বিষয়ে বলবেন বিমান ধর। ২মে, শুক্রবার, আলোচনা হবে রবীন্দ্রনাথ ও বিচিত্র সম্পর্কে। সমকালের ভাবনায় তিমির বিনাশী কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে বলবেন পল্লব ভট্টাচার্য্য এবং রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম বিদ্যালয় ও ত্রিপুরা প্রসঙ্গে বলবেন ডঃ মলয় দেব। চারদিনের আলোচনাগুলিতে সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক মলয় নায়েক, অধ্যাপক মিহির কান্তি দেব, রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং ডঃ গীতা দেবনাথ। প্রতিটি আলোচনা পরিষদের দক্ষিণী গৃহে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে শুরু হবে।

৩রা মে দক্ষিণী গৃহে সন্ধ্যায় বহুভাষিক কবি সম্মেলন। ক্রাইরী মগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিরা অনুষ্ঠানে কবিতা পড়বেন। ৪ মে, রবিবার, সুকান্ত একাডেমিতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে শিশু নাট্যানুষ্ঠান। এতে শিশুদের চারটি নাটক মঞ্চস্থ হবে। নাটকে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের নাট্যভারতী শাখা, নির্মলা কালচারাল সোসাইটি, ছন্দসুধা আবৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্র এবং অর্কদুরি শিশু শিল্পীরা অংশ নেবে। ৬ মে, মঙ্গলবার, আট দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ সন্ধ্যা। দক্ষিণী গৃহে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সমাবর্তন ও বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। এতে ১৬৪ তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা অধিকর্তা রঞ্জিত কুমার দেবনাথ। সভাপতিত্ব করবেন পরিষদের সভাপতি রাজলক্ষ্মী চৌধুরী।

ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য্য পরিষদের আজীবন সদস্য এবং আগ্রহী সকলকে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তারিখে পরিবর্তন

● আটের পাতার পর

(সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত দপ্তর), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ক্যাশ-কাম জেনারেল ক্লার্ক এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড) পদে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। প্রার্থীদের নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবসে রাজ্যজুড়ে উদযাপনের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: রাজ্যজুড়ে উদযাপিত হল জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবস ২০২৫। খোয়াই, কুমারঘাট, গোমতী, সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে এই দিনটি। বিভিন্ন জেলার প্রশাসন ও পঞ্চায়েত আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এই উপলক্ষে।

খোয়াই জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় দিবসটি। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার সুফল নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাধিপতি অপর্ণা সিংহরায় জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতকে উন্নত করে তোলার আহ্বান জানান। বিভিন্ন ব্লকের আধিকারিকদের হাতে সেরা পারফরম্যান্সের পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। উপস্থিত ছিলেন সহ সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

ঊনকোটি জেলার অনুষ্ঠান কুমারঘাট পঞ্চায়েতীরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিতে সমন্বয় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে স্বচ্ছতা ও ডিবিটির সুবিধা নিয়ে কথা বলেন। সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জাতীয়স্তরে সাফল্য অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে ১টি পঞ্চায়েতকে ৯টি থিমে কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পহেলগাওয়ের শহিদদের স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গোমতী জেলার অনুষ্ঠান উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের উদ্বোধনে। তিনি বলেন, শক্তিশালী গ্রাম গড়তে হলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে হবে। গৃহনির্মাণ, পানীয় জল, শৌচালয়, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং মহিলাদের স্বশক্তিকরণে মোদি সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জিতেন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য গণ্যমান্যরা। প্রত্যেক ব্লক থেকে একজন করে ভালো কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জে সিপাহীজলা জেলার অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সুপ্রিয়া দাস দত্তের সভাপতিত্বে। তিনি বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া যায়। সহ সভাধিপতি পিন্টু আইচ বলেন, এই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। জেলার মধ্যে নলছড় ব্লক প্রথম, চড়িলাম দ্বিতীয় ও কাঁঠালিয়া তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, গ্রাম বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে গ্রামে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা প্রচারিত হয় এবং স্বসহায়ক দলের সাফল্যের কাহিনী তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়। জেলার পাঁচটি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়। সেরা ব্লকের পুরস্কার পায় বামুটিয়া ব্লক।এইভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার উদ্যোগে পঞ্চায়েতীরাজ দিবস উদযাপন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

জম্পুইজলায় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত

জম্পুইজলা।। জম্পুইজলার সুধন্বা দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়। সুধনা দেববর্মা স্মৃতি স্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জম্পুইজলা বিএসি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জম্পুহজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অশোক দেববর্মা, সমাজসেবী পূর্ণ পিটর জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি''র ঘুমলগুস্থিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পদার্থ বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টি অলক দেবরায় এবং সুধন্য দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পিজিটি শিক্ষক মৃণাল কান্তি দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধর্মচরণ জমাতিয়া। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে জম্পুইজলা মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়।

বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ এপ্রিল : আজ ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস। আজ বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরে রেলি ও সচেতনতা সভার মধ্য দিয়ে ম্যালেরিয়া দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। এই বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে প্রথমে বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতা মুলক আলোচনা সভা।

আলোচনাসভায় অংশ গ্রহন করেন, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী ডাক্তার জ্যোতির্ময় দাস, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস সহ ম্যালেরিয়া নিবারনকারী অফিসার। এছাড়া এই দিনের সচেতন মুলক আলোচনা সভাটি আশা কর্মী ও মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে। সচেতন মুলক আলোচনা সভা শেষে রেলি সংগঠিত হয় মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গন থেকে।

রেলির শুরুতে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, মশার বংশবিস্তার রোধ করুন মশার কামড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে মশারি ব্যবহার করুন এবং ফুল হাতা শার্ট পরিধান করুন। সবাই সচেতন হোন, সবাইকে সচেতন করুন। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মুল করবো যদি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, এই আশা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক।

আশা কর্মী ও মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী, অতিথিরা সহ বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সদস্যরা গলায় প্লে কার্ড ঝুলিয়ে মশার বংশবিস্তার নির্মূল করে ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মুল করার বার্তা দেন রেলি থেকে। সংগঠিত হওয়া রেলিটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে একনং টিলার সামনে এসে শেষ হয়।

আশঙ্কা

● প্রথম পাতার পর

সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। সীমান্ত এলাকার কাঁটাতারের গেট সংলগ্ন অংশ ঘুরে দেখেন তাঁরা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

পরিদর্শন শেষে আশিষ সাহা জানান, সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে লিখিতভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে প্রশাসনিক পদক্ষেপের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হবে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে এনএসএস ইউনিট কর্তৃক ক্যাম্পাসের বহুমুখী হলে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১:০০ টায় আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরটি শুরু হয় এবং এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। একলবা ক্যাম্পাসের সহকারী অধ্যাপক (অদ্বৈত বেদান্ত) এবং জনসংযোগ অধিকর্তা ড. পলাশ সতিরা স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এই অনুষ্ঠানে, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা কালেক্টর স্ত্রী উত্তম মালসাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত দিলেন। টিএসবিটিসির স্বেচ্ছায় রক্তদান প্রেরণাদাতা শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী এবং টিএসবিটিসির উপ-পরিচালক ড. শুভাশিস রায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মেডিকেল টিম এই বিষয়ে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছে। সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং সমাজে তাদের মহৎ অবদানের জন্য ছাত্র ও কর্মীদের উৎসাহিত করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি স্বেচ্ছাসেবী সেবা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মূল্যকে তুলে ধরেছে।

পরিসরের নির্দেশক অধ্যাপক মখলেশ কুমার, অনুষ্ঠানটিকে একটি দুর্দান্ত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আয়োজক দল, চিকিৎসা কর্মী এবং ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ড. নন্দদুলাল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক (শিক্ষা শাস্ত্র বিভাগ) এবং একলব্য ক্যাম্পাসের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার, পুরো অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেছেন।

শান্তিনগরে দিনের বেলা রোমহর্ষক চুরি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া থানার শান্তিনগর এলাকায় দিন দুপুরে একটি রোমহর্ষক চুরির ঘটনা ঘটে, যা এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শান্তিনগরের শম্পা দত্ত পালের বাড়িতে চুরি সংঘটিত হয়, যখন বাড়ির লোকেরা বাড়ির বাইরে ছিলেন। চোরেরা বাড়ির ১০ থেকে ১২ ভরি স্বর্ণালংকার এবং লকারে রাখা প্রায় এক লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, তাদের টহল দিনরাত চলে, তবে এই ধরনের ঘটনা ঘটার পর এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠেছেথানা থেকে মাত্র ৫০-৭০ মিটার দূরে এমন চুরি কীভাবে সম্ভব হল।

এখন গোটা এলাকাজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ কি চোরদের ধরতে সক্ষম হবে কিনা।

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানালো এসএফআই, টিএসইউ ও ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ এপ্রিল: ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২২শে এপ্রিল জঙ্গি হামলায় নিহত নিরীহ পর্যটক ও স্থানীয় শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় তেলিয়ামুড়ার সাধন কলই ভবনের সামনে এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ তেলিয়ামুড়া বিভাগের নেতৃত্বরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ডিওয়াইএফআই তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক অভিজিত দেব, এসএফআই বিভাগীয় সম্পাদক প্রদীপ সরকার, প্রাক্তন ছাত্রনেতা সুবীর সেন সহ অন্যান্য কর্মীরা। তাঁরা ফুল অর্পণ এবং মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে নীরবতা পালন করে নিহতদের স্মরণ করেন।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে অভিজিত দেব বলেন, "কাশ্মীরের এই জঙ্গি হামলা মানবতার ওপর আঘাত। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা রইল।"

তিনি আরও বলেন, "দেশজুড়ে বারবার সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছেন নিরীহ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক প্রবৃদ্ধি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, জনজাতি কল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থিত নেতাগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বৈঠকের আলোচনা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং ত্রিপুরার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সমস্ত সহযোগী নেতৃত্বের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেন।

আটক চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

গোটা এলাকায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য এবং জনমনে নানা প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত পার হয়ে বহু বাংলাদেশি নাগরিক ত্রিপুরায় প্রবেশ করে দিনমজুর ও রিকশা চালনার মতো পেশায় যুক্ত রয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তবে ভারতের ভূখণ্ডে এভাবে অন্য দেশের জাতীয় পতাকা আঁকা নিঃসন্দেহে একটি স্পর্শকাতর ও দুঃসাহসিক ঘটনা বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যখন উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে এমন এক ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

পুলিশ জানিয়েছে, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ঘটনার নেপথ্যে কোনও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন জনমনে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

শেষে তিনি পুনরায় জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এই আন্দোলন শুধু রেগার মজুরি বা রেশনের দাবিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটা সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব।'

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ার। অন্যথায়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত হতে পারে, মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে।জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, আশা করা যায় রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনবে এবং নিহতদের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদান করুন।"

শাহের

● প্রথম পাতার পর

ঠোকরের বাড়িও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি আদিল ঠোকর ২০১৮ সালে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে। গত বছরেই আবার জম্মু ও কাশ্মীরে ফিরে আসে সে।

পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা : দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ভিএইচপি-র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সদস্যরা শুক্রবার পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ করেছেন।দলের সদস্যরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের দাবিতে স্লোগান দেন। ভিএইচপি আন্তর্জাতিক সভাপতি অলোক কুমার বলেছেন, এই আক্রমণ কাশ্মীরের পর্যটন ও ব্যবসা ক্ষেত্রে উপর প্রভাব ফেলবে।

তিনি বলেছেন, 'পর্যটকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে, এই গুলি চালানো পর্যটন ও ব্যবসাকে প্রভাবিত করে। যদি পর্যটকরা সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। হিন্দুদের নামে এই আক্রমণ সবার, এটি সন্ত্রাসবাদ এবং এটি পাকিস্তানে মদতপুষ্ট।'

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আতঙ্কিত, কলকাতায় এসে তোপ গিরিরাজের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): পহেলগামে যা ঘটেছে, মুর্শিদাবাদেও তাই ঘটেছে, বাংলার হিন্দুরা আতঙ্কিত। শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। গিরিরাজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী গতকাল বলেছিলেন, সন্ত্রাসীরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের খুঁজে বের করা হবে। আমি গতকাল বিহারে ছিলাম এবং দেখলাম কংগ্রেস ও আরজেডি সেখানে একটি মোমবাতি মিছিল করেছে, এই লোকজন সন্ত্রাসীদের সমর্থন করে। তারা বলে যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ দাও... একদিকে, যখন এই ধরণের ঘটনা ঘটে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের ভুয়ো আধার কার্ড দেওয়া হয়েছিল। পহেলগামে যা ঘটেছে, মুর্শিদাবাদেও তাই ঘটেছে, বাংলার হিন্দুরা আতঙ্কিত।'

চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ ধামির, একগুচ্ছ নির্দেশিকা মুখ্যমন্ত্রীর

ঋষিকেশ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): আর কিছু দিন পরই শুরু হতে চলেছে চারধাম যাত্রার। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার ঋষিকেশের ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। চারধাম যাত্রার রেজিস্ট্রেশন, অপেক্ষা কক্ষ, পানীয় জল, শৌচাগার, চিকিৎসা সুবিধা এবং ভ্রমণকারী সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন তিনি।

এই ট্রানজিট ক্যাম্পটি চারধাম যাত্রা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র, যা ভক্তদের একটি মসৃণ, নিরাপদ এবং সুসংগঠিত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ভক্তদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত ব্যবস্থা সুসংগঠিত, ভক্ত-কেন্দ্রিক এবং সময়সীমাবদ্ধ হতে হবে।

দিল ভারত

● প্রথম পাতার পর

শুরু করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

মৌন মিছিল

● প্রথম পাতার পর

করানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর বিহারে নির্বাচনী প্রচার নিয়ে জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতারা।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও কড়া পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
প্রিন্সিপাল বেঞ্চ, নতুন দিল্লি

টিপি (কো. অ্যাক্ট)-০৮(পিবি)/২০২৩ (পুরনো সি.পি. নং. ৪৪৬/২০১৩)

বিষয়: সিটিকর্প ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড .....আবেদনকারী

বনাম

শিব-বানী অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন সার্ভিসেস লিমিটেড ..... বিবাদী

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির নিম্নোক্ত সম্পদ ও সম্পত্তির ই-নিলামের জন্য দরপত্র/বিড আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছ থেকে 'যেখানে আছে এবং যা আছে তার ভিত্তিতে'। রিজার্ভ প্রাইস এবং ইএমডির বিবরণ নিম্নরূপ:-

নম্বর	সম্পত্তির বিবরণ	অবস্থান	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	রিজার্ভ মূল্যের ১০% ইএমডি (টাকায়)
১	অস্থাবর সম্পদ যেমন. ট্যাঙ্কার/ট্রাক, কন্টেইনার, টাটা ৪০৪, মাহিন্দ্রা জিপস কন্টেনার, লোহার ড্রিলিং পাইপ, বাঙ্ক হাউস/সিকিউরিটি রুম, তেল ট্যাঙ্কার, লোহার তারের রোল, জলের ট্যাঙ্ক, ড্রিলিং স্পুল ট্রিমস। জেনারেটর, সিমেন্ট সাইলো মিশ্রণ, ট্রেলার, ক্রেন, রাসায়নিক (প্যাকড), প্লাস্টিকের ড্রাম ইত্যাদি।	খতিয়ান নং ১৪২৬, বর্তমান দাগ নং ১৮২৪, রাধা কিশোর নগর, খয়েরপুর, টিকে পশ্চিম, আগরতলা (ত্রিপুরা)	৩১,৭৭,০০০	৩,১৭,৭০০

দ্রষ্টব্য:- সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকা এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন অফিসিয়াল লিকুইডেটরের অফিস থেকে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫:৩০ মিনিট এর মধ্যে যেকোনো কার্যদিবসে পাওয়া যাবে।

(১.) উপরের সম্পদ/সম্পত্তির পরিদর্শন ০৩-০৫-০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৫:৩০ মিনিট এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

(২.) ০৮-০৫-২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টার মধ্যে https://olauction.enivida.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে। বিকাল ৪টা থেকে প্রতিবার ১০ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় সময় বাড়ানোর সাথে, যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।

(৩.) দরদাতা/দরপত্রদাতাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অফার জমা দিতে হবে।https://olauction.enivida.com

(৪.) দরপত্রদাতাদের https://olauction.enivida.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য, শর্তাবলী সংগ্রহ করতে হবে এবং নীচের পরিচিতিগুলি থেকেও সাহায্য নিতে পারে:- নবনীত মিশ্র: +৯১ ৯৫৬০৩৬৪৮৭১, অমরেন্দ্র কুমার: +৯১ ৯৩৫৫০৩০৬২৮, আনন্দ কুমার: +৯১ ৯৩৫৫০৩০৬০২।

(৫.) ইএমডি পরিমাণ (সুদমুক্ত) পোর্টালে উপলব্ধ মোডগুলির মাধ্যমে জমা করা উচিত। ই-নিলামের অনুরোধ এবং অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ইএমডি নিলাম এবং অনলাইন জমা ০৬-০৫২০২৫।

(৬.) এই বিক্রয় মাননীয় এনসিএলটি, নতুন দিল্লি দ্বারা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

তারিখ: ২৫-০৪-২০২৫
স্থান: নতুন দিল্লি

স্বাক্ষর
(এস. মীনাক্ষী)
অফিসিয়াল লিকুইডেটর
দিল্লি উচ্চ আদালত

াঙ্গন

পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেল ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন : ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনঃ প্রতিষ্ঠা পেল ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। দীর্ঘ বছর পর ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অস্তিত্বের অনুমোদন দিল ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে। এবার নির্বাচনের পালা। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচনী নির্ঘণ্টও ঘোষনার কথা সব বিস্তারে জানিয়েছেন।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ নির্বাচিত কমিটি গঠন করার মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে অবহিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে উপযুক্ত মর্যাদা সম্পন্ন রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। আজ, শুক্রবার দুপুরে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হল-এ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটি আয়োজিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং তথা ইজিএম সম্পন্ন হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এডহক কমিটি ফর ত্রিপুরা-এর চেয়ারম্যান জন এফ খারশিং বিস্তারিত জানান।

এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিংয়ে স্টেট লেভেল ২৪টি পৃথক পৃথক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিল এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অনুমোদিত ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন এখন থেকে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটির সুপারিশ ক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের এপেক্স স্পোর্টস বডি হিসেবে কাজ করবে। রেজিস্ট্রার সোসাইটি অনুমোদিত ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানের যথেষ্ট মান্যতা রয়েছে বলে জানানো হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান অনুযায়ী এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইন অনুসারে ২০২৫ থেকে ২০২৯ তথা চার বছরের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অফিস বেয়ারার এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে। উল্লেখ্য, বৈঠক শুরুর আগে কাশ্মীরের পহেলগ্রামে জঙ্গিদের বর্বরোচিত আক্রমণে পর্যটকদের মৃত্যুজনিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত প্রত্যেকেই দুই মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বৈঠক শেষে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মনোনীত বর্তমান কার্যকরী সভাপতি দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং চেয়ারম্যান রতন সাহা প্রমূখ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. পি. টি. ঊষা এবং এডহক কমিটি সহ সকল সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্পোর্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে লিটল মাস্টার্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে ত্রিপুরা

নাগাল্যান্ডে - ৭২ ত্রিপুরা - ৭৪/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক ত্রিপুরার। নাগাল্যান্ডের বাধা অনায়াসেই টপকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছল ত্রিপুরা। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বর্ষ লিটল মাস্টার্স অনুর্ধ ১৪ ক্রিকেট আসরে। ২৮ এপ্রিল সেমিফাইনালে ত্রিপুরা খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ফুলুঙ্গের এ সি এ ক্রিকেট একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা ৬ উইকেটে পরাজিত করে নাগাল্যান্ডকে। প্রথমে ব্যাট করে নাগাল্যান্ডের গড়া ৭২ রানের জবাবে ত্রিপুরা চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। রাজ্য দলের পক্ষে অধিনায়ক শ্রীমন দেবনাথ প্রথমে বল হাতে দুই উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দুরন্ত জয় পেলেও দলের খেলায় খুশি নন কোচ অলক দেবরায়। খেলা শেষে মাঠে কার কী ভুল তা শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্পষ্টভাবেই বলেন, এদিনের ভুল যেন সেমিফাইনালে না ঘটে। এদিন সকালে ত্রিপুরার অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে নাগাল্যান্ডকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে শুরু থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ে নাগাল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত নাগাল্যান্ড গুটিয়ে যায় ৭২ রানে। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২৪ রান না পেত তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৪৫ রানের গণ্ডি পার হতো না। নাগাল্যান্ডের পক্ষে এরিক রুপ্রেও ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। ত্রিপুরার পক্ষে বিহান দাস সাত রানে চারটি, তুষার মালাকার পাঁচ রানে এবং শ্রীমন দেবনাথ ১৭ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে দুই ওপেনার শ্রীমন দেবনাথ এবং শ্রেষ্ঠাংশুর দেবকে বসিয়ে রেখে পরীক্ষামূলকভাবে বিপ্রজিত দাস এবং শুভজিৎ কুরিকে নামান কোচ অলক দেবরায়। কিন্তু ওই দুই ব্যাটসম্যান নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত রিহান আক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরাকে কাঙ্খিত জয় এনে দেয় দলনায়ক শ্রীমান দেবনাথ। ত্রিপুরা ১৫.১ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে দয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। শ্রীমন ২১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৪ রানে এবং বিহান ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ত্রিপুরার পক্ষে বিপ্রজিত দাস ২৪ ভোল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। নাগাল্যান্ডের পক্ষে এরিক রূপ্রেও ১০ রানে দুটি উইকেট দখল করে। বোলার বিহান পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। গ্রুপ এ এর অপর খেলায় মেঘালয় ৭ উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে।

'ক্রিকেট খেলে ভুল করেছি!' বিতর্কের মাঝে আক্ষেপ ৪৩৩ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা আজহারের

স্ট্যান্ড-বিতর্ক কমছে না। আবার হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে নিশানা করলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। দেশের হয়ে ৪৩৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা আজহারের অভিযোগ, ইচ্ছা করে তাঁর নামে কালি লাগানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সংস্থা। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের আক্ষেপ, ক্রিকেট খেলে ভুল করেছেন তিনি।বিতর্কের মাঝে সংবাদমাধ্যমে আজহার বলেন, "বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়, ক্রিকেট খেলেই ভুল করেছি। এত দিন ধরে দেশে সেবা করেছি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছি। তার পরেও আমার নামে কালি লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে ক্রিকেট খেলারই অসম্মান করা হচ্ছে।"আজহারের অভিযোগ, হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি থাকাকালীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে বার বার ষড়যন্ত্র করা হয়। তিনি বলেন, "আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলাম। তাই আমাকে আর নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। এ ভাবে সত্যিকে চেপে রাখা যাবে না। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে তো সানরাইজার্স হায়দরাবাদও অভিযোগ করেছে। সবাই তো মিথ্যা বলতে পারে না। আমার আবেদন, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিষয়টা দেখুক।"কী নিয়ে বিতর্ক? হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজহারের নামে একটি স্ট্যান্ড রয়েছে। সেই স্ট্যান্ড সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খেলার টিকিট থেকেও আজহারের নাম মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে। দ্রুত এই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে।হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার ও অম্বুডস্ম্যান বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া এই নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার অধীনে থাকা ২২৬ সদস্যের মধ্যে এই ক্লাব একটি। তার পরেই সব খতিয়ে দেখে নির্দেশ দিয়েছেন ঈশ্বরাইয়া। রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে যখন আজহারের নামে স্ট্যান্ড হয়েছিল, তখন তিনি সেই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি। যে বৈঠকে এই নামে সিলমোহর পড়েছিল, সেই বৈঠকেরও সভাপতিত্ব করেছিলেন আজহার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জোর করে নিজের নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ করেছেন তিনি। এমনকি, টিকিটে যে তাঁর নাম থাকবে সেটিও তিনিই ঠিক করেছিলেন। ফলে তাঁর নাম সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন আজহার। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। আজহার জানিয়েছেন, এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। সংবাদমাধ্যমে আজহার বলেন, "স্বার্থের সংঘাতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আমি এত নীচে নামতে পারব না। ১৭ বছর ক্রিকেট খেলেছি। ১০ বছর অধিনায়ক ছিলাম। তার পরে আমি এই পেলাম। এ ভাবেই কি হায়দরাবাদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সবাই দেখলে হাসবে। আমরা হাই কোর্টে যাব। আদালত ঠিক করে দেবে কী হবে।" তার পরেও আজহারের অভিযোগ থেকে স্পষ্ট, এই বিতর্ক এখানেই থামবে না। তা আরও বাড়বে।

ছক্কা মারার চেষ্টাই করেননি বেঙ্কটেশ, কেকেআরের ২৪ কোটির ব্যাটারের দিকেই অভিযোগের আঙুল

ফর্মে থাকা অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর বদলে তাঁর উপর ভরসা দেখিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর সেই বেঙ্কটেশ আয়ার কী করেছেন? ব্যাট করতে নেমে দলকে ডুবিয়েছেন। গুজরাত টাইটান্সের কাছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হারের জন্য দায়ী করা হচ্ছে বেঙ্কটেশকে। রান তাড়া করতে নেমে ছক্কা মারার চেষ্টাই করেননি কেকেআরের ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ব্যাটার।১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে চার নম্বরে নামেন বেঙ্কটেশ। ১৯ বলে ১৪ রান করেন তিনি। তার পরে সাই কিশোরের বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। বেঙ্কটেশের খেলার ধরন দেখে অবাক অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি বলেন, "ওর মানসিকতাই ওকে ডুবিয়ে দিল। চেষ্টা না করলে চার-ছক্কা মারা যায় না। ছক্কা মারার চেষ্টাই ও করেনি। ওর একটাই লক্ষ্য ছিল। লেগ সাইডে মেরে দৌড়ে এক রান নেওয়া। এ ভাবে লুকনো যায় না।"একই কথা শোনা গিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটার চেতেশ্বর পুজারার গলাতেও। তিনি প্রশ্ন করেছেন বেঙ্কটেশের পরিকল্পনা নিয়ে। পুজারা বলেন, "আমি মানছি যে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটার চায় সিঙ্গল নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখতে। কিন্তু একটা সময় পরে তো সেটা বদলাতে হবে। একটা সময় পরে তো আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। সারা ক্ষণ একই ভাবে ব্যাট করলে কী ভাবে হবে? বেঙ্কটেশের কোনও পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হল না।''কেকেআবেব ম্যানেজমেন্টের সমালোচনাও করেছেন দুই ক্রিকেটার। পুজারার প্রশ্ন, ম্যানেজমেন্ট কেন বেঙ্কটেশকে খেলার ধরন বদলাতে বলল না? তিনি বলেন, "আমি বুঝতে পারছি যে বেঙ্কটেশের খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তা হলে তো ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল ওর সঙ্গে কথা বলা। অন্তত একটা পরিকল্পনা বাতলে দেওয়া। সেটাও তো দেখা গেল না।"এ বারের নিলামে ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় বেঙ্কটেশকে কিনেছে কেকেআর। আটটি ম্যাচে ২২.৫০ গড়ে ১৩৫ রান করেছেন তিনি। মিডল অর্ডারে বেঙ্কটেশ ব্যর্থ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে দল। তাতে অবশ্য বেঙ্কটেশের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কেকেআর ব্যাটারের খেলা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে জেতার কোনও আগ্রহ রয়েছে তাঁর।

কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো খোয়াই মহকুমা। কোয়ার্টার ফাইনালে খোয়াই মহকুমা খেলবে শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। শুক্রবার 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের ম্যাচে খোয়াই মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে কাঞ্চনপুর মহকুমাকে। কাঞ্চনপুরের গড়া ৮১ রানের জবাবে খোয়াই চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ওই গ্রুপ থেকে রানার্স হয়ে সদর "বি" শেষ আটে স্থান পেয়ে যায়। ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে খোয়াইয়ের অধিনায়ক শুভজিৎ পাল প্রথমে কাঞ্চনপুর মহকুমাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। খোয়াইয়ের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা মাত্র ৮১ রান করতে সক্ষম হয়। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ প্রায় ২২ রান। কাঞ্চনপুরের পক্ষে সৌম্যদীপ পাল ছত্রিশ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং শান্তনু দেববর্মা ১৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। খোয়াই মহকুমার পক্ষে হিমন দাস ২৮ রানে চারটি এবং সপ্তর্ষি আদিত্য চৌদ্দ রানের তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে খোয়াই মহকুমা ১৫.৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দলনায়ক শুভজিৎ পাল ২৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, আয়ুষ নম দাস ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, দেবাংকন ভট্টাচার্য ২৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং দীপ্তনু দাস ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে কমলেশ নাথ ২৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে। হিমন দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পরের অলিম্পিক্সে দেখা যাবে বাইলসকে? জবাবে কী বললেন ১১ পদকজয়ী জিমন্যাস্ট

বিশ্বের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট বলা হয় তাঁকে। অলিম্পিক্সে ১১টি পদক জিতেছেন সিমোন বাইলস। ২০২৮ সালে পরের অলিম্পিক্সেও কি খেলবেন বাইলস? এই প্রশ্নের জবাবে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন বাইলস।২৮ বছরের বাইলস জানিয়েছেন, আপাতত পরের অলিম্পিক্স নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বাইলস বলেন, "এখন অবসর সময় কাটাচ্ছি। বেশ উপভোগ করছি। এখনই কিছু ভাবছি না। কারণ, ফেরার জন্য জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করতে হবে। তাই পরের অলিম্পিক্সে খেলব কি না তা নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেব না। পরে ভাবব।"বাইলসের মতে, চাইলেই অলিম্পিক্সের মতো প্রতিযোগিতায় নামা যায় না। বিশেষ করে যদি সেই খেলার নাম জিমন্যাস্টিক্স হয়। তার জন্য চার বছর পরিশ্রম করতে হয়। সেই কারণেই হয়তো প্রতিটি অলিম্পিক্সের মধ্যে চার বছরের তফাত থাকে। তিনি বলেন, "অনেকেই ভাবে, এক বছর পরিশ্রম করলেই হয়তো অলিম্পিক্সে নামা যায়। বিষয়টা তা নয়। চার বছর ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়। সেই কারণেই আমি আবার অলিম্পিক্সে নামব কি না, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি।"২০১৬ সালে রিয়ো অলিম্পিক্সে চমক দিয়েছিলেন বাইলস। সেই প্রতিযোগিতায় চারটি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। পরের বার টোকিয়োতেও তাঁর দিকে সকলের নজর ছিল।

সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট শুরু ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবারো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামী ২৯ শে এপ্রিল থেকে শুরু হবে সীমিত ওভারের এই টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে ব্লাড মাউথ ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, নিউ প্লে সেন্টার, বিদ্যাসাগর, জিবি প্লে সেন্টার। বি গ্রুপে রয়েছে মৌচাক, চাম্পামুড়া, এডি নগর, ইউ বিএসটি, আগরতলা সিসি। গ্রুপ সি তে রয়েছে তরুণ সংঘ, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, কর্নেল, ক্রিকেট অনুরাগী ও প্রগতি প্লে সেন্টার। খেলা হবে নরসিংগড় টি আই টি, এম বি বি স্টেডিয়াম ও মেলাঘরে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন রয়েছে একাধিক ম্যাচ। ২৯ মে ব্লাড মাউথ বনাম নিউ প্লে সেন্টার (টি আই টি), এগিয়ে চলো বনাম বিদ্যাসাগর (মেলাঘর), মৌচাক বনাম এডি নগর (এমবিবি), চামপামুরা বনাম ইউ বি এস টি (টি আই টি), তরুণ সংঘ বনাম কর্নেল (মেলাঘর), ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম অনুরাগী (এমবিবি)। ৩০ মে এগিয়ে চলো বনাম জিবি (এমবিবি), চাম্পামুড়া বনাম আগরতলা (মেলাঘর), ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম প্রগতি (টিআইটি),মৌচাক বনাম ইউ বি এস টি (টি আই টি), ব্লাড মাউথ বনাম বিদ্যাসাগর (মেলাঘর), তরুণ সংঘ বনাম অনুরাগী (এমবিবি)। পয়লা মে নিউ প্লে সেন্টার বনাম জিবি (মেলাঘর), এডি নগর বনাম আগরতলা (এমবিবি),কর্নেল বনাম প্রগতি (টিআই টি), ব্লাড মাউথ বনাম এগিয়ে চলো (টি আই টি), মৌচাক বনাম চাম্পামুরা (এমবিবি), তরুণ সংঘ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস (মেলাঘর)। ৩ মে নিউ প্লে সেন্টার বনাম বিদ্যাসাগর (এমবিবি),এডি নগর বনাম ইউ বি এস টি (মেলাঘর), কর্নেল বনাম অনুরাগী (টি আই টি) ব্লাডমাউথ বনাম জিবি (টি আই টি), মৌচাক বনাম আগরতলা (মেলাঘর), তরুণ সংঘ বনাম প্রগতি (এমবিবি)। ৪ মে তরুণ সংঘ বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস (মেলাঘর), বিদ্যাসাগর বনাম জিবি (টিআইটি), ইউ বি এস টি বনাম আগরতলা (এমবিবি), ব্লাড মাউথ বনাম নিউ প্লে সেন্টার (টি আই টি), অনুরাগী বনাম প্রগতি (এমবিবি), মৌচাক বনাম এডি নগর (মেলাঘর)। টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের লড়াই শেষ হবার পর প্রতি গ্রুপের সেরা দুটি দল অংশ নেবে সুপার সিক্সে। আগামী ৬,৭ ও ৮ মে অনুষ্ঠিত হবে সুপার সিক্সের নক আউট এর ছয়টি ম্যাচ। ১০ মে টুর্নামেন্টের দুইটি সেমিফাইনাল এবং ১২ মে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

বিলোনিয়া সিনিয়র লিগ ক্রিকেটে ব্লাড মাউথকে হারালো ওয়াইসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া সিনিয়র লীগ ক্রিকেটে ফের আরো এক ম্যাচে পরাজিত ব্লাড মাউথ ক্লাব। স্থানীয় বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুচি অনুযায়ী শুক্রবার ৩০ তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ওয়াইসিসি ও ব্লাড মাউথ ক্লাব। এক দিবসীয় দুইদলের ম্যাচে এদিন ওয়াইসিসি ২১ রানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথকে। সকালে জয়ী দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৭ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ২২০ রান। মূলত ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান অর্ঘ্য ধর (৩৪) ও অঙ্কিত দত্ত (৭৫) এবং মিডেল অর্ডারে প্রণয় সাহা (২৬), কৌশিক পালের(৩০) হাত ধরেই এদিন ইনিংসে লড়াই করার মত রান তুলতে সক্ষম হয় ওয়াই সি সি। এই চার ব্যাটসম্যান ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই ইনিংসে এক অংকের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। ব্লাড মাউথের বোলারদের মধ্যে জয় মজুমদার চারটি এবং দুটি করে উইকেট পেল অনিক দাস ও জয়ন্ত পাটারি। জবাবে ব্লাড মাউথ জয়ের জন্য ২২১ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে একসময় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৯ রানে লড়াই থামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তাও আবার প্রতিপক্ষ জয়ী দলের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩২ রানের সাহায্যে। ইনিংসে ব্যাট হাতে নিয়ে দলের পক্ষে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে জয় মজুমদার(২৮), জয়ন্ত পাঠারি(৬০), সৌরভ মজুমদার(২২), শুভঙ্কর দেবনাথ((১৭) ও অনীক দাস(১৬*)। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে অর্ঘ্য ধর ও আকাশ দে তিনটি করে এবং দুটি উইকেট পেল রিকি দত্ত।

টেনিসই ছিল জীবন-নেশা, অথচ অবসরের পাঁচ মাস পর টেনিসের অভাব অনুভব করেন না নাদাল!

গত নভেম্বরে অবসর নিয়েছেন রাফায়েল নাদাল। এখন আর টেনিসের অভাব অনুভব করেন না ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী। একটি অনুষ্ঠানে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।টেনিসই ছিল জীবন। অথচ অবসরের পাঁচ মাস পর আর টেনিস নিয়ে ভাবেন না নাদাল। টেনিস নিয়ে কেন আগ্রহ হারালেন নাদাল? প্রাক্তন খেলোয়াড় বলেছেন, "সত্যি বলতে টেনিসের অভাব অনুভব করি না। এক দমই নয়। শূন্য। ভাববেন না টেনিসের কোর্টে বা টেনিসের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেমন নয় ব্যাপারটা।" তা হলে কারণ কী? নাদাল বলেছেন, "খুশি মনে টেনিসজীবন শেষ করেছি। আরও কিছু দিন খেলতে পারলে হয়তো চালিয়ে যেতাম। ভালবাসতাম বলেই টেনিস খেলতাম। বলতে পারেন, টেনিস আমার নেশার মতো ছিল। এই একটা কাজই করেছি জীবনে। কিন্তু শারীরিক ভাবে কোনও কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে থামতেই হয়। সেই অধ্যায়টা শেষ করতে হয়। সে জন্যই আমিও আমার টেনিসজীবন শেষ করেছি।"টেনিসজীবনের শেষ দু'-তিন বছর নানা চোটে ভুগেছেন। একাধিক বার চেষ্টা করেছেন ফিট হয়ে কোর্টে ফিরতে। কিন্তু কোনও বারই সফল হননি। কোনও না কোনও চোট নতুন করে ফিরে এসেছে। তবু একটা সময় পর্যন্ত হাল ছাড়েননি। এ নিয়ে নাদাল বলেছেন, "অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়তো একটু দেরিই হয়েছে। সিদ্ধান্তটা ঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা ভাল করে বুঝতে চেয়েছিলাম। বাড়িতে সোফায় বসে ভাবতাম, আমার আরও খেলা উচিত কিনা। দেখলাম কোর্টে নেমে উপভোগ করতে পারছি না। শরীর কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তার পর অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তিনি আরও বলেছেন, "সে জন্যই টেনিসের অভাব অনুভব করি না। কারণ টেনিসের যাত্রাটা ভাল ভাবে শেষ করতে পেরেছি। মানসিক শান্তিতেই থেমেছি। কোনও আক্ষেপ নেই। আমার পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব ছিল, সবটা দিয়েছি। শরীরে পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।"গত বছর নভেম্বরে স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপ খেলে র‍্যাকেট তুলে রেখেছেন নাদাল। তার আগে প্রিয় ফরাসি ওপেন এবং প্যারিস অলিম্পিক্সের নেমেছিলেন। কোথাওই সুবিধা করতে পারেননি চোটের জন্য।

নায়ারকে সরানোর আগে কি রোহিতের সঙ্গে কথা বলেছিল বোর্ড? ফাঁস গোপন কথা

গত বৃহস্পতিবার ভারতের সহকারী কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অভিষেক নায়ারকে। তাঁর সঙ্গে আর চুক্তি বাড়ায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নায়ারকে সরানোর আগে কি দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে কথা বলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল।সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নায়ারকে যখন সহকারী কোচের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন রোহিতের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সরানোর আগে রোহিতের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। একমাত্র কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলেছিল বোর্ড। তার পরেই নায়ারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।গত বছর জুন মাসে গম্ভীর ভারতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার সময় নায়ারকে সহকারী কোচ করা হয়। কিন্তু ১০ মাসের মধ্যেই তাঁর উপর ভরসা হারিয়েছেন গম্ভীর। জানা গিয়েছে, নায়ারের সহকারী কোচ হওয়ার নেপথ্যে রোহিতেরও ভূমিকা ছিল। সেই কারণেই কি গম্ভীরের সঙ্গে বিরোধ হয় নায়ারের? কারণ অজানা। তবে তাঁর চুক্তি আর বৃদ্ধি করা হয়নি। জাতীয় দলের চাকরি যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজের পুরনো দল কেকেআরের সহকারী কোচ হয়ে ফিরেছেন নায়ার।চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংসের পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের একটি ছবি দিয়েছেন রোহিত। নীচে নায়ারকে ট্যাগ করে লেখা, "ধন্যবাদ ভাই।" রোহিতের কথা থেকে স্পষ্ট, ফর্মে ফেরার জন্য নায়ারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। আইপিএলের মাঝে যখন রোহিত রান পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার অ্যাকাডেমিতে নায়ারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। সেই কারণেই হয়তো নায়ারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোহিত।নায়ারের সঙ্গে রোহিতের সম্পর্ক নতুন নয়। দু'জনেই মুম্বইয়ের ক্রিকেটার। একসঙ্গে খেলেছেনও। এর আগেও অনেক বার নায়ারের সঙ্গে নিজের ব্যাটিং নিয়ে সময় কাটিয়েছেন রোহিত। তাঁকে নিজের বড় দাদার মতো দেখেন তিনি। আইপিএলে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেও দু'জনকে একসঙ্গে গল্প করতে দেখা গিয়েছে। সেই সম্পর্কের কারণেই হয়তো নায়ারকে সরানোর আগে রোহিতের সঙ্গে কথা বলেনি বোর্ড।

বাধারঘাটে জাতীয় সড়কের উপর ফুট ওভার স্টিল ব্রিজ নির্মাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে আজ আগরতলা পুরনিগম এলাকায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিগম এলাকায় বর্ষাকালীন আগাম প্রস্তুতি, শহরে পার্কিং ব্যবস্থার উন্নতি সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় শুরুতে আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড-এর সি.ই.ও. শৈলেশ কুমার যাদব শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা, জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত পাম্পগুলির বর্তমান অবস্থা, শহরে পার্কিং ব্যবস্থা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের বিষয় সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী অতি বৃষ্টিতে শহরের জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ড্রেন নির্মাণ, জল নিষ্কাশন পাম্পগুলির বর্তমান অবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যালগুলি সবসময় সচল রাখার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বাধারঘাটে রামঠাকুর কলেজ মোড়ে জাতীয় সড়কের উপর একটি ফুট ওভার স্টিল ব্রিজ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা মোটরস্ট্যান্ডে নির্মীয়মান মাল্টি লেভেল কার পার্কিং-এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশন এবং পার্কিং ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি কম্বাইনড প্রজেক্ট তৈরি করে কাজ করার জন্য আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড-এর সি.ই.ও.-কে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

সভায় শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন ট্রাফিক সুপার কান্তা জাঙ্গির। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব অপূর্ব রায়, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কে শশীকুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

নরসিংগড়ে দরগা মেলা ২৮ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই: নরসিংগড়, ভাগলপুরের ঐতিহ্যবাহী দরগার মেলা এবছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২৮ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। তিনদিনব্যাপী এই মেলাকে সফল করে তুলতে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ ২৫ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মনোরম পরিবেশে, দরগার পাশের পুকুরপাড়ে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কমিটির সদস্যরা।

মেলা কমিটির সেক্রেটারি সুভাষ সরকার জানান, বহু বছর ধরে চলে আসা এই মেলার সঠিক উৎপত্তি জানা না গেলেও, এটি এক মুসলিম দরগাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এলাকাটি মুসলিম-শূন্য হলেও, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরাই দরগাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির এই মেলা, যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাগম ঘটে।

মেলায় জুয়া বন্ধ রাখার কঠোর বার্তা দিয়েছে কমিটি। সুভাষ সরকার বলেন, "মেয়েরা, শিশুরা, বৃদ্ধরা যেন নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য জুয়ার আসর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাই।"

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ পীযূষ রায়, সদস্য সুদীপ সরকার, সুদীপ বর্ধন, রাজীব দেব প্রমুখ। কমিটি সকলের সহযোগিতা কামনা করে মেলাকে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু উৎসবে রূপান্তর করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও, মেলা প্রাঙ্গণের বিশাল জলাশয় ও সবুজ পরিবেশকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। সরকারের প্রতি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসীরা পর্যটকদের নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে অশালীন মন্তব্য করায় ধর্মনগরের বাসিন্দা সজল চক্রবর্তীকে আজ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

তিন দফা দাবিতে সিপিএম'র মিছিল ও গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ এপ্রিল : তিন দফা দাবির ভিত্তিতে শুক্রবার সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শহরে মিছিল ও গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বিলোনিয়া সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয় থেকে শুরু হয় মিছিলটি, যা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলায় গিয়ে শেষ হয়। এরপর ওই স্থানে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে গণঅবস্থান। গণঅবস্থানের সূচনায় বিধায়ক অশোক মিত্র সভাপতিত্ব গ্রহণ করে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় সিপিআইএম নেতৃত্ব তিন দফা দাবির বিষয়ে বিশদে বক্তব্য রাখেন। তাদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ প্রদান, সমস্ত বকেয়া মজুরি অবিলম্বে প্রদান, রেশন দোকানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করা।

এই তিন দফা দাবি নিয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, সদস্য আশীষ দত্ত, অরূপ মজুমদার, সুবল রায়, নির্মল ভৌমিক সহ যুব সংগঠনের নেতা মধুসূদন দত্ত, গৌতম সেন এবং বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের অধিকারকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং রেশন, কাজ ও মজুরির ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা জানান, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সিপিআইএম।

তেলিয়ামুড়ায় ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মোহড়ছড়া এলাকা থেকে প্রায় ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে নয়, নিয়মিত পেট্রোলিং চলাকালীনই এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয় বলে জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর রজত জমাতিয়া।

তিনি জানান, অন্যান্য দিনের মতোই নির্ধারিত টহলদারি চলাকালীন মোহড়ছড়া এলাকার রাস্তায় একটি ট্রলি ও কয়েকটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্দেহজনকভাবে সেগুলি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাগগুলো খুলে দেখে এবং তার মধ্যেই পাওয়া যায় মোট ৪৫ কেজি গাঁজা। সাব-ইন্সপেক্টর জমাতিয়া জানান, উদ্ধার করা গাঁজাগুলি থানায় আনা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের দাবি, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এই গাঁজা কোনওভাবে ট্রেনে করে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় পাচারকারীরা গাঁজাগুলি ফেলে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। খুব শীঘ্রই মূল চক্রের হদিস পাওয়া যাবে বলেও আশাবাদী তদন্তকারী দল।

দেশের প্রতি কে কস্তুরীরঙ্গনের নিঃস্বার্থ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, কে কস্তুরীরঙ্গনের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ডঃ কস্তুরীরঙ্গন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইসরোতে কাজ করেছেন, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। মোদী আরও জাজান, তাঁর নেতৃত্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপগ্রহ উৎক্ষেপণও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এবং উদ্ভাবনের উপর মনোনিবেশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় এবং ভারতে শিক্ষাকে আরও সামগ্রিক এবং দূরদর্শী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ভারত সর্বদা ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

কৃষকদের উন্নয়ন হলে দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: কৃষকদের উন্নয়ন হলেই দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। আজ জোলাইবাড়ি ব্লকের দেবদারু কমিউনিটি হলে দেবদারু এগ্রি সেক্টর অফিসের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। সমবায়মন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জোলাইবাড়ি বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত প্রমুখ। দু"জন কৃষক মৃণাল দেবনাথ এবং আপাইতু মগ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, গ্রামীণ কৃষকরা যাতে হাতের নাগালের মধ্যেই বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ও চাষাবাদের যাবতীয় পরামর্শ পান সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের এগ্রি সেক্টর অফিস খোলা হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, গ্রামীণ কৃষকরা যাতে হাতের নাগালের মধ্যেই বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ও চাষাবাদের যাবতীয় পরামর্শ পান সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের এগ্রি সেক্টর অফিস খোলা হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। সেই লক্ষ্যে সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরকার ধান ক্রয় করছে। কৃষকদের হাতে কৃষি যন্ত্রপাতি তুলে দিচ্ছে। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটি প্রকল্পের সুযোগ যাতে কৃষকরা পান সেদিকে নজর দিতে কৃষি আধিকারিকদের পরামর্শ দেন সমবায়মন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পেহেলগাঁওয়ে (কাশ্মীর) নিহত পর্যটকদের জন্য শোক জ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জোলাইবাড়ি কৃষি বিভাগের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেবদারু পঞ্চায়েতের প্রধান অমল মজুমদার।

উদ্ধার ৫টি গবাদি পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: কাঞ্চনপুরের চন্ডিপুর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫ টি গবাদি পশু। তবে পাচারকান্ডের সাথে জড়িত থাকা কাউকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের নিকট গোপন সংবাদ আসে চন্ডিপুর এডিসি ভিলেজের জঙ্গলে বেশ কয়েকটি গবাদি বাঁধা অবস্থায় রয়েছে এবং পাচার করা হবে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক, ওসি উদ্যম দেববর্মা সহ বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী জঙ্গলে হানা দিয়ে গবাদি পশু উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর থানায় নিয়ে গিয়েছে। তবে পাচার কান্ডের সাথে জড়িত থাকা কাউকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে কৈলাসহরে এবিভিপি'র বিক্ষোভ, কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ এপ্রিল: জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২২শে এপ্রিল নিরীহ ২৮ জন পর্যটককে জঙ্গিদের গুলিতে হত্যার প্রতিবাদে এবিভিপি কৈলাসহর নগর শাখার উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

কৈলাসহর পিএম শ্রী রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কৈলাসহর থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবিভিপি। "পাকিস্তান মুর্দাবাদ" স্লোগানে মুখরিত হয় গোটা এলাকা। হামলার মাস্টারমাইন্ড সইফ উল্লা কাসরীর কুশপুতুল দাহ করা হয় প্রতিবাদের অংশ হিসেবে।

বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি ঊনকোটি জেলার সংযোজক আয়ুস দেব, বিভাগ সংযোজক অনুপ কান্তি মজুমদার, জেলার খেলো গতিবিধি ইনচার্জ সায়ন মালাকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এবিভিপি নেতৃবৃন্দ দাবি জানান, যারা এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

৫৮ আইনজীবীকে সনদ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: ৫৮ জন আইনজীবীকে ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। আজ থেকে তারা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কেস পরিচালনা করতে পারবে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রতন দত্ত বলেন, গত ২ মাস ধরে প্রায় ১২০ জন আইনজীবীকে ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা নতুন আইনজীবীদের এই সনদ অনন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আজ থেকে লাইসেন্স নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারবেন তাঁরা।

বেকারদের কর্মসংস্থান সহ তিন দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: বেকারদের কর্মসংস্থান, গ্রুপ সি এবং ডি নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা বাতিল সহ তিন দফা দাবিতে মুখ্যসচিবের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে যুব কংগ্রেস। কিন্তু মুখ্যসচিব না থাকায় তাঁর হয়ে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন পরিবহন সচিব টি কে দেবনাথ।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলছে। যা বেকার শিক্ষিত যুবকদের উপর অসীম হতাশা বাড়াচ্ছে। প্রতিবছর ডিগ্রী কলেজ এবং বিভিন্ন কলেজ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী পাস করে বের হচ্ছে। যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিশারী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সংশ্লিষ্ট কোর্স শেষ করার পরে, কেন্দ্রীয় নিয়োগ সংস্থা এবং অন্যান্য রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিলম্বের কারণে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বড় হয়ে যাচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, টিপিএসসির মাধ্যেমে বিভিন্ন পদের শূন্যপদ পূরণের জন্য বছরে একবার করে পরীক্ষা নেওয়া দরকার। যেমন অসম পাবলিক সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস, বিহার পাবলিক সার্ভিস, রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস। তাতে সর্বোচ্চ সংখ্যা গড়ের পরিবর্তে অল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ সম্ভব হতে পারে। তাতে পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপ এবং যন্ত্রণা কমাতে পারে। পাশাপাশি গ্রুপ সি এবং ডি নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা বাতিলেরও দাবি জানিয়েছে যুব কংগ্রেস।

২৭ এপ্রিল অফার প্রদান অনুষ্ঠান তারিখে পরিবর্তন

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগপত্র (অফার লেটার) প্রদান অনুষ্ঠান পূর্বনির্ধারিত ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে আগামী ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

অনিবার্য কারণবশত এই অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

নতুন সময় অনুযায়ী, রবিবার ২৭ এপ্রিল দুপুর ১২টায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে এই অফার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে সিডিপিও, আইসিডিএস সুপারভাইজার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একই রাতে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: একই রাতে সোনামুড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্রে দু-দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চোরের দল হানা দিয়েছে। ওই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গোটা মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ লকার গুলি ভেঙে ট্যাব, ল্যাপটপ সহ নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে সোনামুড়া থানাধীন দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয় এবং নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে দুটি বিদ্যালয় প্রাতঃকালীন শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই দৃশ্যত হয় প্রতিটি দরজার তালা ভাঙ্গা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সহ সোনামুড়া থানায়।

এবিষয়ে সোনামুড়া দ্বাদশ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক জানান, প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি মিলিয়ে মোট ১৫ টি লকারের তালা ভেঙেছে চোরেরা নিয়ে যাওয়া হয়। একটি ল্যাপটপ এবং ট্যাব তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জমা পড়া নগদ প্রায় ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোর।

এরপরই খবর পাওয়া যায় শহরের আরো একটি বিদ্যালয় নবদ্বীপ চন্দ্র ইনস্টিটিউশনে চুরি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার খবর সংগ্রহে জানা যায় প্রায় বিষ খানা লকার ভেঙেছে চোরেরা। ধারণা করা হচ্ছে মিড ডে মিল সামগ্রী সহ নগদ অর্থ নিয়ে যায় চোরেরা তবে সবকিছু খোঁজখবর নেওয়ার পর জানা যাবে চুরির যাওয়া সামগ্রীর আসল পরিমাণ।

তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো থানার ঢিল ছড়া দূরত্বে অবস্থিত এই দুটি বিদ্যালয় তা সত্ত্বেও কি করে এত বড় দুঃসাহসিক কান্ড সংঘটিত করল চোরেরা একে একে প্রায় কুড়িটি তালা ভেঙেছে চোরেরা।এদিকে পুলিশ দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং দ্রুত বিষয়টি নিয়ে যত প্রযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ডুকলী এবং ধর্মনগর সিপিআইএম অফিসে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: রাজ্যের দুই প্রান্ত অর্থাৎ ধর্মনগর এবং ডুকলী সিপিএম পার্টি অফিসে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে।পার্টি অফিস ভাঙচুর করে তছনছ করে দিয়েছে। সিপিএম কর্মীদের অভিযোগে বিজেপির দুষ্কৃতিরা হামলা চালায়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে এক সিপিএম কর্মী গিয়েছেন, গোটা রাজ্যে বিজেপির সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব শুরু হয়েছে।ডুকলী এবং ধর্মনগর সিপিআইএম পার্টি অফিসে বিজেপি সন্ত্রাসীরা হামলা ভাঙচুর লুটপাট চালায়। পার্টি অফিসে ৪০/৫০ জন দুষ্কৃতি বাইক নিয়ে এসে আচমকা ঢুকে যায় এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তখন সিপিএম পার্টি অফিসে দলীয় কর্মসূচি রূপায়নে একটি বৈঠক চলছিল। ঘটনায় গোটা ধর্মনগরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তেমনি, গোটা রাজ্যে সিপিএমরে তরফ থেকে রেগা ও ট্যুয়েপ-এ পর্যাপ্ত কাজ এবং সঠিক সময়ে মজুরী প্রদান করা, রেগা ও ট্যুয়েপের সমস্ত বকেয়া মজুরী অতিসত্বর প্রদান করা, রেশনশপের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করা সহ তিন দফা দাবিতে ডুকলি ব্লক আধিকারীকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়েছিলেন সিপিএমের নেতৃত্বরা। ওই সময় ডুকলী সিপিএমের অফিসে হামলা চালিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা।

রক্তদানের ক্ষেত্রে সারা দেশে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিরন্তর কাজ করে চলছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। এই ধারা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি রক্তদানের ক্ষেত্রেও সারা ভারতবর্ষে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। আজ আগরতলা আদালত চত্বরে ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের ৭০তম বর্ষপূর্তি হয়েছে। যা একটা দীর্ঘ সময়। এই এসোসিয়েশনের অনেক সদস্যের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় রয়েছে। আমি আজ এখানে এই সংগঠনের প্রয়াত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছি। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আপনারা মানুষের জন্য কাজ করছেন। যা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। জায়গা, সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে সাধারন মানুষ ডিড রাইটার্সদের কাছে যান। মানুষ বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের কাছে যান। মানুষ অনেক আশা নিয়ে আসে যে তাদের কাজটা আইন সম্মতভাবে হবে এবং ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হবে না। তাই মানুষের এই আস্থা বজায় রাখতে হবে আপনাদের। আর ডিড রাইটার্সদের কাজে অনেক টেকনিক্যাল বিষয় রয়েছে। পুরনো যারা ডিড রাইটার্স রয়েছেন তাদের কাজ খুবই সুন্দর। যা একটা শিক্ষনীয় বিষয়। এখনো অনেকে সেই কাজের ধারা বজায় রেখেছেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশন যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে সেটা সমাজের কাছেও একটা ভালো বার্তা যাবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আপনারা এটা করেছেন। আমাদের শরীরের ওজনের তুলনায় রক্ত অনেকটা বেশি থাকে। তাই উদ্বৃত্ত রক্তদান করলে মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানো যায়। রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। সেই ধারা সমানে অব্যাহত রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এরমধ্যে সরকারি ১২টি ও বেসরকারি ২টি। আগামীদিনে আরো ব্লাড ব্যাংক গড়ে তোলা হবে। এখন রক্তের শ্রেণী বিন্যাসের ব্যবস্থা রয়েছে। যা আগে ছিল না। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়। আর আমরা মানুষের কল্যাণেই কাজ করতে চায়। আমাদের রাজ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার অনুপাতে ১ হারে ৪০,০০০ ইউনিট রক্তের মজুত রাখতে হবে। গত অর্থ বছরে প্রায় ৪০,০০০ ইউনিটের অধিক রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। তবে এখনো যারা রক্তদানে এগিয়ে আসেন নি আমি তাদের আহ্বান রাখবো যাতে তারাও রক্তদানে সামিল হন। রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ১৮ বছরের অধিক তরুণ তরুণীদের স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। ৬০ বছর পর্যন্ত সুস্থ ব্যক্তিরা রক্ত দিতে পারেন। মহিলারা বছরে তিনবার এবং পুরুষরা বছরে চারবার রক্ত দিতে পারেন। রক্তদান করলে নিজের শরীরেরও পরীক্ষা হয়ে যায়। কোন রোগব্যাধি থাকলে সেটা নির্ণয় করা যায়। ব্লাড প্রেসার, হার্ট ইত্যাদির ঝুঁকি এড়াতে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, জগন্নাথ বাড়ি মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমল কৃষ্ণ মহারাজ, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রামনগর শাখার ভারপ্রাপ্ত বি কে মমতা, সদরের সাব রেজিস্ট্রার রঞ্জিত কুমার দাস, ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ কুমার পাল, সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas